উপাসনা

ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব

মাতৃচরণাশ্রিত সন্তান
শ্রীযোগেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

সন ১৩৭১।

একাশী তিতম সত্যাব্দ

সাধন-সমর কার্য্যালয়
২০১বি, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭

মূল্য ৬৭ পৈসে

শ্রীযোগেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২০১বি, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট,
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ—১৩৩২। শ্রাবণ জন্মতিথি
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৩৬। জ্যৈষ্ঠ দশহরা
তৃতীয় সংস্করণ—১৩৪১। অক্ষয়-তৃতীয়া
চতুর্থ সংস্করণ—১৩৪৯। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা
পঞ্চম সংস্করণ—১৩৫৬। জৈষ্ঠ দশহরা
ষষ্ঠম সংস্করণ—১৩৬২। মহালয়া
পুনর্মুদ্রণ—১৩৭১। মহালয়া

অন্যান্য প্রাপ্তিস্থান :—
সাধন সমর আশ্রম—বরাহনগর
সত্যাশ্রম—কারমাটার, (এস. পি.) ই. আর.

মুদ্রাকর : শ্রী শিবচন্দ্র মৈত্র
পপুলার আর্ট প্রিণ্টার্স
১ নং মুক্তারাম বাবু সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা-৭

আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং
জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তম্।
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং
শ্রীমদ্‌গুরুং নিত্যমহং ভজামি ॥

গুরো! বহুরূপধারি নারায়ণ মূর্ত্তি তোমার উপাসনার জন্য এ আয়োজন তোমারই। তোমার উপাসনায় তুমি প্রীত হও। নিত্য-প্রীত তোমার বিশেষ প্রীতি-দর্শনে উপাসক ধন্য হউক! উপাসনা সফল হউক!

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলম্ জ্ঞানমূর্ত্তিং।
দ্বন্দাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্ ॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধী-সাক্ষিভূতং।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥

আমি সৎস্বরূপ গুরুকে প্রণাম করি—যিনি স্বয়ং ব্রহ্ম, আনন্দই যাঁহার স্বরূপ, যিনি (জীব সন্তানদিগকে) পরম সুখ দান করেন, যিনি কেবল, অর্থাৎ যিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই, জ্ঞানই যাঁহার মুর্ত্তি, যিনি সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি দ্বন্দের অতীত; যিনি গগন সদৃশ—আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী ও নির্লিপ্ত, যিনি "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা-বোধক মহাবাক্য সমূহের একমাত্র লক্ষ্য— প্রতিপাদ্য; যিনি এক অদ্বিতীয়, যিনি নিত্য—যাঁহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই, যিনি বিমল—অজ্ঞান, বিক্ষেপ এবং আবরণ-রহিত, যিনি অচল—নিত্যস্থির, যিনি সর্ব্বধীর সাক্ষিস্বরূপ, অর্থাৎ সর্ব্বরূপে—জগৎরূপে যে বুদ্ধি সর্ব্বদা প্রকাশিত হইতেছে, সেই সর্ব্ববিষয়ক ধী যাঁহার প্রকাশে প্রকাশিত, যিনি সর্ব্বভাবের অতীত, যিনি গুণত্রয়ের অতীত, সেই সৎ অর্থাৎ সত্যস্বরূপ শ্রীগুরুকে আমি প্রণাম করি।

ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রী সত্যদেব

উপাসনা

প্রাতঃস্মরণীয় স্তোত্রম্

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্‌।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্‌ ॥ ১ ॥

১। 'আমার দেহ,' 'আমার প্রাণ,' 'আমার মন,' ইত্যাদি বাক্য-গুলি আমরা প্রায়ই ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, 'অহং' অর্থাৎ 'আমি' বস্তুটী বাস্তবিক দেহ প্রাণ মন প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। যদিও উহাকে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, তথাপি তিনি যেন সর্বদাই বিদ্যমান আছেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই; সুতরাং তিনি সর্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য। তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই মন্ত্রটি পাঠ করিতে হয়।

অহংরূপে যিনি আমার অন্তরে নিত্য বিরাজ করিতেছেন তিনি দেবতা (তিনিই গুরু) অন্য কেহ নয়; সেই অহংই ব্রহ্ম, তাহাতে কোন সুখ দুঃখাদির সংস্পর্শ নাই। সচ্চিদানন্দই অর্থাৎ সত্য, চৈতন্য এবং আনন্দই সেই অহং এর স্বরূপ। তিনি নিত্য এবং মুক্তস্বভাব অর্থাৎ সেই অহং বা আমি বস্তুটির কোন কালেই ধ্বংস বা উৎপত্তি নাই এবং কোন কালেই কোনরূপ বন্ধন নাই; থাকিতে পারে না। আমি সদা মুক্ত।

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীসত্য (১) বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥ ২ ॥
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥৩॥

২। হে সর্ব্বলোকাধিপতি! হে চৈতন্যময়! হে অধিদেব! হে শ্রীসত্য! হে সর্ব্বব্যাপি-বিষ্ণো! তোমার প্রীতির জন্য অর্থাৎ আমার প্রীতি বা আসক্তি যাহাতে নশ্বর বস্তু হইতে আকৃষ্ট হইয়া একমাত্র তোমাতেই অর্পিত হয়, সেইজন্য আমি তোমারই আজ্ঞানুসারে প্রাতঃকালে উঠিয়া (প্রতিদিন) সংসার-যাত্রার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকি। আমার এই যে সংসার-যাত্রার অনুবর্ত্তন, ইহা যে তোমারই উপাসনা, ইহা বুঝিবার সামর্থ্য আমাকে দাও।

৩। ধর্ম্ম কি তাহা আমি জানি, কিন্তু তদ্‌বিষয়ে আমার প্রবৃত্তি নাই, এবং অধর্ম্ম কি তাহাও আমি জানি, কিন্তু তাহা হইতে আমার নিবৃত্তি হয় না, অতএব হে হৃষীকেশ! তুমি আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে যেরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করাইতেছ, আমি সেইরূপ কার্য্যই করিতেছি। ইহা প্রচলিত অর্থ।

সাধকগণ এই মন্ত্র পাঠকালে ইহার অন্যরূপ অর্থও চিন্তা করিতে

---

(১) প্রচলিত পাঠ—"শ্রীকান্ত" ॥

পারেন, যথা—ধর্ম্ম যে কি তাহা ঠিক আমি জানি না, যেহেতু এখনও আমার প্রবৃত্তি রহিয়াছে অর্থাৎ বিষয়াভিমুখী উদ্দাম বাসনা রহিয়াছে ; আবার অধর্ম্ম যে কি তাহাও আমি ঠিক জানি না, যেহেতু আমার অনিবৃত্তি রহিয়াছে অর্থাৎ আমি এখনও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। (এইরূপ ব্যখ্যায় বুঝিতে হইবে মন্ত্রে "নিবৃত্তি" শব্দের পূর্ব্বে একটি লুপ্ত অকার আছে।) ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান এখনও হয় নাই বলিয়াই আমার বিষয়াভিমুখী প্রবৃত্তি রহিয়াছে এবং অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিতেছি না। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অতএব হে হৃষীকেশ! হে ইন্দ্রিয়াধিপতি প্রভু!—উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়-অশ্ব সমূহের পরিচালক গুরু! আমাকে শুধু এইটুকু বুঝিতে দাও যে, তুমিই আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে যখন যেরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করাইতেছ, আমি তখন তাহাই করিতেছি। তুমিই যে আমার সর্বকার্য্যের একমাত্র নিয়ন্তা, এইটুকু আমায় নিঃসংশয়রূপে বুঝিতে দাও।

এই মন্ত্রটির আরও একপ্রকার অর্থ হইতে পারে, তাহা অনুভূতিসম্পন্ন সাধকগণ লক্ষ্য করিবেন। আমি জানি ; তাই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম আছে অর্থাৎ আমার সত্তায়ই ধর্ম্মাধর্ম্মের সত্তা, আমার প্রকাশেই ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রকাশ। প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি বলিয়া আমাতে কিছুই নাই ; আমি সর্ব্ব-ভাবাতীত নিষ্ক্রিয়। হে হৃষীকেশ! হে ইন্দ্রিয়াধিপতি মন! তুমি আমার হৃদয়ে থাকিয়া অর্থাৎ আমার সত্তায় সত্তাবান হইয়া আমাকে যেরূপভাবে নিযুক্ত করিতেছ—আমাতে যখন যেরূপ ভাব আরোপিত করিতেছ, আমি তখন তাহাই করিতেছি—নিরঞ্জন আমি সেইরূপ ভাবে রঞ্জিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছি।

স্থচিন্তিতিং যদ্বা কুচিন্তিতং ময়া
অনুষ্ঠিতং সদ্ অথবাপ্যকর্ম্ম যৎ।
তদেব মাতঃ হৃদিস্থয়া মে
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥ ৪ ॥

প্রাতঃ প্রভৃতি সায়ান্তং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্ ॥ ৫ ॥

এই সময় সাধক স্বকীয় প্রধান প্রধান দোষগুলির (মিথ্যাকথা, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির) বিষয় বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়া যাহাতে সমুদয় দিনের মধ্যে সেরূপ কোন নিন্দনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে না হয়, তজ্জন্য ভগবানের নিকট কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিবে।

৪। স্থচিন্তা অথবা কুচিন্তা সৎকর্ম্ম অথবা অসৎ কর্ম্ম যাহা কিছু আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, হে মা! তুমি আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে যেরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করাইতেছ, আমি যে সেইরূপই করিতেছি ইহা বুঝিবার সামর্থ্য আমাকে দাও।

৫। হে জগন্মাতঃ! প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এবং সায়ংকাল হইতে পুনরায় প্রভাত পর্য্যন্ত আমি যাহা কিছু অনুষ্ঠান করি, সে সকলই যেন তোমার পূজারূপে পর্য্যবসিত হয়। দৈনিক সকল কার্য্যের মধ্য দিয়াই যেন, তোমার কর্ত্তৃত্ব ও তোমার পরিতৃপ্তি লক্ষ্য করতে পারি।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখ ক্ষমী ॥ ১ ॥

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।
মর্য্যর্পিত-মনোবুদ্ধি র্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ২ ॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষ-ভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥

অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ৪ ॥

১, ২। যাঁহার কোন প্রাণীর প্রতি বিদ্বেষ ভাব নাই, যিনি সকলের সহিত মিত্র ভাবাপন্ন, যিনি দয়াবান, যিনি মমতাশূন্য ও নিরহঙ্কার, যিনি সুখ দুঃখ উভয় অবস্থার মধ্যেই সমত্ব দর্শন অর্থাৎ ভগবান্‌কে দর্শন করেন, যিনি ক্ষমাবান, যিনি সর্বদা হৃষ্টচিত্ত, যিনি সকল অবস্থায়ই ভগবানের সহিত যোগ রাখেন যিনি সংযতচিত্ত, যিনি কর্ত্তব্যে দৃঢ়নিশ্চয় যিনি ভগবানে মন বুদ্ধি অর্পণ করিতে সমর্থ, তিনিই আমার (ভগবানের) ভক্ত, তিনিই আমার (ভগবানের) প্রিয়।

৩। যাঁহার ব্যবহারে কেহ কোনরূপ উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, এবং যিনি কাহারও ব্যবহারে স্বয়ং উদ্বিগ্ন হন না যিনি অতিশয় হর্ষ ক্রোধ ভয় ও উদ্বেগশূন্য, তিনিই আমার প্রিয়।

৪। যিনি এ জগতে (ভগবান ব্যতীত) কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, যিনি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদা শুচি, যিনি সর্ব্ব কর্ম্মে দক্ষ, যিনি

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥

সমঃ শত্রৌঃ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু সমঃ সঙ্গ-বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৬ ॥

তুল্য নিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো য়েন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতি র্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ৭ ॥

(কর্ম্মফলে) উদাসীন, যাঁহার কোন দুঃখ নাই, যিনি কোন বিশেষ সংকল্প পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেইরূপ ভক্ত ব্যক্তিই আমার প্রিয়।

৫। যিনি অতিশয় হৃষ্ট হন না, কাহারও প্রতি দ্বেষ করেন না, যিনি প্রিয় বিরহে শোকাচ্ছন্ন হন না, ভগবান্ ব্যতীত আর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি শুভ অশুভ উভয়ই পরিত্যাগ করেন, এইরূপ ভক্তিমান্ ব্যক্তিই আমার প্রিয়।

৬, ৭। শত্রু মিত্র, মান অপমান, শীত উষ্ণ এবং সুখ দুঃখ এই সকলে যিনি সম-জ্ঞান-সম্পন্ন অর্থাৎ সকল অবস্থার ভিতর দিয়াই সমস্বরূপ ব্রহ্ম-দর্শনে সমর্থ; যিনি আসক্তিহীন, নিন্দা ও স্তুতিতে যাঁহার তুল্যভাব, যিনি বাক্ সংযম করিয়াছেন, যদৃচ্ছা-প্রাপ্ত বস্তুতে যিনি সন্তুষ্ট, যাঁহার কোন নিশ্চিত আবাস নাই, যাঁহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, এইরূপ ভক্তিমান্ ব্যক্তিই আমার প্রিয়।

গুরুস্তোত্রাণি

সংসারবৃক্ষমারূঢ়াঃ পতন্তি নরকার্ণবে।
যেনোদ্ধৃতমিদং বিশ্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১ ॥

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বর।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২ ॥

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৩ ॥

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৪ ॥

১। পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার বৃক্ষে আরোহণকারী জীবগণ গভীর অজ্ঞান-রূপ নরক-সমুদ্রে নিপতিত হয়। যিনি বিশ্ববাসী-জীবগণকে এই অজ্ঞান-রূপ নরক-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করেন, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম।

২। গুরুই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, গুরুই পালন কর্ত্তা বিষ্ণু, গুরুই সংহারকর্ত্তা মহেশ্বর। গুরূই স্বয়ং পরব্রহ্ম, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম।

৩। অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে দৃষ্টিহীন ব্যক্তির চক্ষু যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জন-শলাকাদ্বারা উন্মীলিত করিয়া দেন, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম।

৪। যিনি এই চরাচরে—স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই অখণ্ড—পূর্ণ, মণ্ডলাকার—অনন্ত অসীম ব্রহ্মপদ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ যিনি দেখাইয়া দেন, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম। ব্রহ্মই গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া যোগ্য অধিকারী শিষ্যের নিকট স্বকীয় স্বরূপ প্রকাশিত করেন।

স্থাবরং জঙ্গমং ব্যাপ্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৫ ॥
চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৬ ॥
সর্ব্বশ্রুতিশিরোরত্ন-বিরাজিত পদাম্বুজং।
বেদান্তাম্বুজ-সূর্য্যায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৭ ॥
চৈতন্যং শ্বাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং।
বিন্দুনাদকলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ৮ ॥
জ্ঞানশক্তি-সমারূঢ়ং তত্ত্বমালাবিভূষিতং।
(ভক্তি) ভুক্তি মুক্তি প্রদাতারং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৯॥

৫। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচর যাঁহার দ্বারা পরিব্যপ্ত, সেই ব্রহ্মপদ যিনি দেখাইয়া দেন, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম।

৬। যে চৈতন্যময় পরমাত্মা কর্ত্তৃক স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ত্রিভুবন পরিব্যপ্ত সেই চিন্ময় পরমাত্মপদ যিনি দেখাইয়া দেন, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম।

৭। যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম উপনিষদ্‌রূপ রত্নরাজির দ্বারা পরিশোভিত; সূর্য যেমন পদ্মকে বিকশিত করেন, সেইরূপ যিনি বেদান্ত-জ্ঞানকে শিষ্য-হৃদয়ে বিকশিত করিতে সমর্থ, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম।

৮। চৈতন্য যাঁহার স্বরূপ, যিনি সনাতন পুরুষ, যিনি শান্ত—বিক্ষেপ রহিত, যিনি আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম ব্যাপক ও নির্লিপ্ত যাঁহাতে কোনরূপ ভাবরঞ্জনা নাই, যিনি প্রণবেরও অতীত; অথবা কার্য্য ও কারণের অতীত, তাঁহাকে—সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম।

৯। যিনি জ্ঞান-শক্তিতে সমারূঢ় অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি যাঁহার ইচ্ছায়

অনেকজন্মসংপ্রাপ্ত কর্ম্মবন্ধবিদাহিনে।
আত্মজ্ঞান প্রদানেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১০ ॥

শোষনং ভবসিন্ধোশ্চ জ্ঞাপনং সারসম্পদাং।
গুরোঃ পাদোদকং সম্যক্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১১ ॥

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোধিকং তপঃ।
তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১২ ॥

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ।
মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১৩ ॥

পরিচালিত, তত্ত্ব সমূহ (চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব) মালার ন্যায় যাঁহাতে শোভা পাইতেছে, যিনি ভোগ (বা ভক্তি) এবং মুক্তি প্রদান করিতে সমর্থ, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম।

১০। যিনি আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া বহুজন্ম-সঞ্চিত কর্ম্মবন্ধনের দাহন করেন, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম।

১১। যে গুরুর পাদোদক ভাব-সমুদ্রের সম্যক্ শোষণ ও শ্রেষ্ঠ সম্পদের পরিজ্ঞাপন করিতে সমর্থ, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম।

১২। এমন কোন তত্ত্ব নাই, যাহা গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ ; এমন কোন তপস্যা নাই, যাহা গুরু হইতে উৎকৃষ্ট ; এমন কোন জ্ঞান নাই যাহা তত্ত্বজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ ; সেই তত্ত্বজ্ঞানরূপী শ্রীগুরুকে প্রণাম।

১৩। আমার প্রভুই সমগ্র জগতের প্রভু, আমার গুরুই সমগ্র জগতের গুরু, আমার আত্মাই সর্ব্বভূতের আত্মা। সেই জগন্নাথ জগদ্গুরুর বিশ্বাত্মরূপী শ্রীগুরুকে প্রণাম।

গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতং।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ১৪ ॥
ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তি পূজামূলং গুরোঃ পদং।
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ॥ ১৫ ॥

১৪। গুরুই আদি অর্থাৎ জগৎকারণ—এই জগৎ গুরু হইতে প্রাদুর্ভূত হয়; এইরূপে তিনি জগতের আদি হইয়াও স্বয়ং অনাদি অর্থাৎ তাঁহার আদি আর কিছুই নাই। গুরুই পরম দেবতা, গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম।

১৫। গুরুমূর্ত্তিই একমাত্র ধ্যানের মূল অর্থাৎ যখন যাহারই ধ্যান করা যাউক না কেন, উহা যে গুরুরই বিভিন্ন মূর্ত্তি, তাহা বুঝিতে হয়। ধ্যান তিন প্রকার হইতে পারে; প্রথম—বিষয়ের অর্থাৎ পুত্র বিত্তাদি সংসারের যে ধ্যান বা চিন্তা উহাকে বিষয়-ধ্যান বলে। দ্বিতীয়—শিব বিষ্ণু দুর্গা কালী প্রভৃতি বিভিন্ন দেবদেবী মূর্ত্তির ধ্যান, ইহাকে মূর্ত্তির ধ্যান বলা যায়। তৃতীয়—বিজ্ঞানময়ত্ব, আনন্দময়ত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব, করুণাময়ত্ব প্রভৃতি মহত্বের ধ্যান, ইহা মহত্ব-ধ্যান নামে প্রসিদ্ধ। উপরোক্ত তিন প্রকারের মধ্যে যিনি যখন যেরূপ ধ্যানই করুন না কেন, উহা যে বাস্তবিক গুরুরই বিভিন্ন মূর্ত্তির ধ্যান, ইহার উপলব্ধি করিতে হইবে। ধ্যানমূলং গুরোমূর্ত্তিঃ এই বাক্যটির ইহাই তাৎপর্য্য।

পূজার মূল একমাত্র গুরুপদ অর্থাৎ যে প্রকারের পূজাই হউক, ইহা যে একমাত্র গুরুপদেই অর্পিত হয়, ইহা বুঝিতে হইবে। বিষয়ের পূজাই হউক অর্থাৎ পার্থিব ধন বিত্তাদির কিংবা স্ত্রী পুত্রাদির আদর যত্নই করা হউক, অথবা বিভিন্ন দেব দেবীর পূজাই করা হউক, কিংবা অমূর্ত্ত কোন ভাব বিশেষের উপাসনাই করা হউক, এ সকল রকমের পূজাই যে,

গুরুর্দেবো গুরুর্ধর্ম্মো গুরুনিষ্ঠা পরংতপঃ।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্॥ ১৬॥

একমাত্র গুরুপদে অর্পিত হয়, এইরূপ অনুভব করিতে হয়, বাস্তবিক পক্ষে, যিনি যে প্রকারের পূজাই করুন, উহা একমাত্র গুরুপদ ব্যতীত অন্য কোথাও অর্পিত হইতে পারে না, কারণ, গুরু যে "চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বং।"

মন্ত্রমূলং গুরোবাক্যং—গুরুর বাক্যই মন্ত্রের মূল অর্থাৎ যে প্রকারের মন্ত্রই উচ্চারণ করা হউক না কেন, উহা যে একমাত্র গুরুরই বাক্য অন্য কিছু নয়, ইহা বুঝিতে হইবে। যে কোন মন্ত্র বা যে কোন নাম বা জাগতিক যে কোন ব্যবহারিক শব্দ যখনই শ্রবণ, উচ্চারণ বা চিন্তন করা যায়, তখনই অনুভব করিতে হইবে যে, ইহা গুরুবাক্য ব্যতীত অন্য কিছু নয়। নাদরূপে ধ্বনিরূপে গুরুই ত প্রকাশিত।

মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা—একমাত্র গুরুর কৃপাই মোক্ষের মূল। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ ধ্যান পূজা ও মন্ত্রজপ প্রভৃতি বৈধকার্য্য এবং জাগতিক সর্ব্ববিধ ব্যবহার যে একমাত্র গুরুতেই পর্য্যবসিত, এইরূপ অনুভবের উপলব্ধির জন্য যিনি পুনঃপুনঃ অনুশীলন করেন, তিনি সর্ব্বাবস্থায় একমাত্র গুরুকৃপাই অনুভব করিয়া থাকেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে মুক্তিদ্বার সম্যক্ উদ্‌ঘাটিত। "গুরুর কৃপা হ'লে ভূমণ্ডলে জন্ম মৃত্যু হয় না আর।" গুরুর কৃপা কাহারও প্রতি কম, কাহারও প্রতি বেশী এরূপ হয় না, উহা সূর্য্যরশ্মির ন্যায় সর্ব্বত্র সমভাবে প্রসৃত। যিনি জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের মধ্য দিয়া একমাত্র গুরুকৃপাই লক্ষ্য করিয়া যান, তিনিই মুক্তিলাভের যোগ্য অধিকারী, কিরূপে এই কৃপার উপলব্ধি করিতে হয়, তাহাই "ধ্যানমূলং" ইত্যাদি মন্ত্রে সম্যক প্রতিপাদিত হইয়াছে।

১৬। গুরুই দেবতা অর্থাৎ সকল দেবতারূপে গুরুই বিরাজিত;

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং পরমাত্মস্বরূপকং।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব প্রণমামি জগন্ময় ॥ ১৭ ॥
বন্দেঽহং সচ্চিদানন্দং ভেদাতীতং শ্রীমদ্‌গুরুং।
নিত্যং পূর্ণং নিরাকারং নির্গুণং স্বাত্মসংস্থিতং ॥ ১৮ ॥
পরাৎপরতং ধ্যেয়ং নিত্যমানন্দকারকং।
হৃদয়াকাশমধ্যস্থং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভং ॥ ১৯ ॥
মৎপ্রাণঃ শ্রীগুরোঃ প্রাণো মদ্দেহো গুরুমন্দিরম্।
পূর্ণমন্তর্বহিযেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২০ ॥

গুরুই ধর্ম্ম অর্থাৎ সকল ধর্ম্মরূপে গুরুই আত্মপ্রকাশ করেন। গুরুনিষ্ঠাই পরম তপস্যা, অতএব গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই এবং গুরুর পর আর তত্ত্বও কিছু নাই।

১৭। ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব (তৃণ) পর্যন্ত, স্থাবর জঙ্গম সকলই পরমাত্ম-স্বরূপ ; হে জগন্ময়! তোমাকে প্রণাম করি।

১৮। সচ্চিদানন্দ ভেদাতীত (স্বজাতীয়' বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদরহিত) নিত্য পূর্ণ নিরাকার নির্গুণ নিজের অন্তরেই অবস্থিত শ্রীগুরু-দেবকে আমি বন্দনা করি।

১৯। যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও অতিশয় শ্রেষ্ঠতর, যিনি জীব-সন্তানদিগকে নিত্য আনন্দ দান করেন, যিনি হৃদয়াকাশ মধ্যে অবস্থিত যিনি শুদ্ধ স্ফটিক-সদৃশ নির্ম্মল বোধস্বরূপ সেই শ্রীগুরুর ধ্যান করিবে।

২০। যে প্রাণ আছে বলিয়া আমি বাঁচিয়া আছি, তাহা শ্রীগুরুরই প্রাণ, আমার এই দেহ গুরুরই মন্দির অর্থাৎ আমার এই দেহরূপ মন্দিরে শ্রীগুরুই বিরাজ করিতেছেন। যিনি অন্তর ও বাহির পরিপূর্ণ

গুরোর্মধ্যে স্থিতং বিশ্বং বিশ্বমধ্যে স্থিতো গুরুঃ।
গুরুর্ব্বিশ্বং নমস্তেঽস্তু বিশ্বগুরুং নমাম্যহম্ ॥ ২১ ॥

গুরুর্মধ্যে স্থিতা মাতা মাতৃমধ্যে স্থিতো গুরুঃ।
গুরুর্মাতা নমস্তেঽস্তু মাতৃগুরুং নমাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

শ্রীমৎপরংব্রহ্ম গুরুং বদামি।
শ্রীমৎপরংব্রহ্ম গুরুং স্মরামি।
শ্রীমৎপরংব্রহ্ম গুরুং ভজামি।
শ্রীমৎপরংব্রহ্ম গুরুং নমামি ॥ ২৩ ॥

করিয়া বিরাজ করিতেছেন—যিনি অন্তরে প্রাণরূপে, বাহিরে বিশ্বরূপে পরিপূর্ণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম।

২১। এই বিশ্ব গুরুর অন্তরে অবস্থিত, আবার বিশ্বের অন্তরেও গুরুই বিরাজ করিতেছেন, গুরুই বিশ্বরূপে বিরাজিত, বিশ্বই গুরুর রূপ অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব যাঁহার স্থূলরূপ, সেই শ্রীগুরুকে আমি প্রণাম করি।

২২। গুরুর অন্তরেই মা (মহতী চিতিশক্তি) অবস্থান করিতেছেন। আবার মায়ের অন্তরেও গুরুই বিরাজিত। গুরু-রূপিণী মাকে প্রণাম মাতৃ-রূপী শ্রীগুরুকে প্রণাম।

২৩। শ্রীমৎ পরম্ ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীগুরুকে বাক্যে উচ্চারণ করি, মনে স্মরণ করি এবং কায়মনোবাক্যে ভজনা করি ও প্রণাম করি।

গুরুস্তোত্র

ভব-সাগর তারণ-কারণ হে !
রবিনন্দন (১)—বন্ধন-খণ্ডন হে !
শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে,
গুরুদেব দয়াকর দীনজনে ॥ ১ ॥

হৃদিকন্দর (২) তামস-ভাস্কর হে
তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে !
পরব্রহ্ম পরাৎপর বেদ ভণে,
গুরুদেব দয়াকর দীনজনে ॥ ২ ॥

মনবারণ-(৩) শাসন-অঙ্কুশ হে
নরত্রাণ তরে হেরি চাক্ষুষ হে
গুণগান-পরায়ণ দেবগণে,
গুরুদেব দয়াকর দীনজনে ॥ ৩ ॥

কুলকুণ্ডলিনী-ঘুম-ভঞ্জক হে !
হৃদি-গ্রন্থি-বিদারণ-কারক হে।
মম মানস চঞ্চল রাত্রিদিনে,
গুরুদেব দয়াকর দীনজনে ॥ ৪ ॥

---

(১) যম (২) গুহা (৩) হস্তী

রিপুসূদন মঙ্গল-নায়ক হে !
সুখশান্তি-বরাভয়-দায়ক হে
ত্রয়তাপ হরে তব নাম-গানে,
গুরুদেব দয়াকর দীনজনে ॥ ৫ ॥

অভিমান-প্রভাব-বিনাশক হে !
গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে !
চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তিধনে,
গুরুদেব দয়াকর দীনজনে ॥ ৬ ॥

তব নাম সদা শুভ সাধক হে
পতিতাধম-মানব-পাবক হে !
মহিমা তব গোচর শুদ্ধমনে,
গুরুদেব দয়াকর দীনজনে ॥ ৭ ॥

জয় সদ্‌গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে !
ভবরোগ-বিকার-বিনাশক হে !
মন যেন রহে তব শ্রীচরণে
গুরুদেব দয়াকর দীনজনে ॥ ৮ ॥

———

শ্রীশ্রীসত্যদেবাষ্টকম্

গুরুং প্রশান্তং ভবভীতিনাশং
বিশুদ্ধবোধং কলুষাপহারম্।
আনন্দরূপং নয়নাভিরামং
শ্রীসত্যদেবং নিতরাং নমামি ॥ ১ ॥

অজ্ঞাননাশং নিয়তপ্রকাশং
সচ্চিৎস্বরূপং জগদেকমূর্ত্তিম্।
বিশ্বাশ্রয়ং বিশ্বপতিং পরেশং
শ্রীসত্যদেবং নিতরাং নমামি ॥ ২ ॥

১। যিনি গুরু—সমস্ত জগতের একমাত্র গুরু, যিনি প্রশান্ত—যাঁহাতে কোনরূপ বিক্ষেপ নাই, যিনি জন্মমৃত্যুরূপ সংসার-ভীতি বিদূরিত করেন, বিশুদ্ধ বোধই যাঁহার স্বরূপ, যিনি সর্ব্ববিধ কলুষ—পাপ, অজ্ঞানতা দূর করিতে সমর্থ, যিনি আনন্দ স্বরূপ, যিনি নয়নাভিরাম অর্থাৎ যাঁহার দর্শনলাভ হইলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ সম্যক্ মুগ্ধ হয়, যিনি সত্যস্বরূপ দেবতা, তিন কালেই নিত্য বিদ্যমান, যিনি স্বপ্রকাশ, তাঁহাকে অসংখ্য প্রণাম।

২। যিনি অজ্ঞান বিনষ্ট করেন, যিনি স্বয়ং সতত প্রকাশশীল, সত্য ও চৈতন্য যাঁহার স্বরূপ, পরিদৃশ্যমান জগৎই যাঁহার একমাত্র স্থূল মূর্ত্তি, যিনি এই বিশ্বের আশ্রয়, যিনি এই বিশ্বের পতি, পরমেশ্বর, সেই সত্যস্বরূপ দেবতাকে অসংখ্য প্রণাম।

স্বয়ম্ভূবং শান্তমনন্তমাদ্যং
ব্রহ্মাদিবন্দ্যং পরমর্ষিপূজ্যম্ ।
কালাত্মকং কালভূবং শরণ্যং
শ্রীসত্যদেবং নিতরাং নমামি ॥ ৩ ॥

অণুং মহান্তং সদসৎ পরং চ
যোগৈকগম্যং করুণাবতারম্ ।
সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে
শ্রীসত্যদেবং নিতরাং নমামি ॥ ৪ ॥

ভোগাপবর্গ-প্রতিদান-শক্তং
বন্ধুং সখায়ং সুহৃদং প্রিয়ঞ্চ ।
শান্তিপ্রদানং ভবদুঃখহানং
শ্রীসত্যদেবং নিতরাং নমামি ॥ ৫ ॥

৩। যিনি স্বয়ম্ভূ, অনন্ত এবং সকলেরই আদি অর্থাৎ কারণ, যিনি ব্রহ্মাদি দেবতাগণের বন্দনীয়, যিনি পরমর্ষিগণেরও পূজনীয়, যিনি কালরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, আবার কাল যাঁহা হইতে প্রকাশিত হয় (অর্থাৎ যিনি কাল এবং কালের কারণ উভয়ই) যিনি সকলের একমাত্র আশ্রয়, সেই সত্যস্বরূপ দেবতাকে অসংখ্য প্রণাম করি।

৪। যিনি সূক্ষ্ম মহান্, সৎ অসৎ এবং এতদুভয়ের অতীত, একমাত্র যোগদ্বারাই যাঁহার স্বরূপের উপলব্ধি হইয়া থাকে, যিনি দয়াময়, যিনি সকল জীবের হৃদয়-পদ্মে সর্ব্বদা বাস করিতেছেন, সেই সত্যস্বরূপ দেবতাকে অসংখ্য প্রণাম করি।

৫। যিনি ভোগ এবং মোক্ষ উভয় দান করিতে সমর্থ, যিনি যথার্থ

প্রেমাম্বুধিং প্রেমরসায়নঞ্চ
প্রেমপ্রদানং নিধিমদ্বিতীয়ম্ ।
মৃত্যুঞ্জয়ং মৃত্যুভয়াপহারং
শ্রীসত্যদেবং নিতরাং নমামি ॥ ৬ ॥

জ্যোতির্ম্ময়ং পূর্ণমনন্তশক্তিং
সংসারসারং হৃদয়েশ্বরঞ্চ ।
বিজ্ঞানরূপং সকলার্ত্তিনাশং
শ্রীসত্যদেবং নিতরাং নমামি ॥ ৭ ॥

বন্ধু, সখা, সুহৃৎ, এবং প্রিয়, যিনি সকল জীবের শান্তি-দাতা, যিনি সংসারদুঃখ দূর করিতে সমর্থ, সেই সত্যস্বরূপ দেবতাকে অসংখ্য প্রণাম করি।

৬। যিনি স্বয়ং প্রেম-সিন্ধুস্বরূপ হইয়াও জীবভাবীয় বিন্দু বিন্দু প্রেমরসের একমাত্র আধার, অর্থাৎ সকল জীব জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যাঁহাকে যথার্থ ভালবাসিয়া থাকে এবং যিনি সকল জীবের হৃদয়ে প্রেম প্রদান করেন, যিনি এ জগতে অদ্বিতীয় নিধি অর্থাৎ যাহা ছাড়া এ জগতে আর কিছুই নাই, যিনি স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় ও সর্ব্ব জীবের মৃত্যুভয় হরণ করিতে সমর্থ, সেই সত্যস্বরূপ দেবতাকে অসংখ্য প্রণাম করি।

৭। যিনি জ্যোতির্ম্ময়—স্বপ্রকাশ, পূর্ণ এবং অনন্তশক্তিসম্পন্ন, যিনি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল এই সংসারের সার অর্থাৎ অবিনাশী বস্তু, যিনি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে অর্থাৎ পরিচালকরূপে নিত্য বিদ্যমান, যিনি

স্নেহং দয়াং বৎসলতাং বিধায়
চিত্তং প্রমুগ্ধং কৃতমত্র যেন।
তং দীননাথং ভবসিন্ধুপোতং
শ্রীসত্যদেবং নিতরাং নমামি ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞানরূপে প্রকাশিত হইলে, জীবের সর্ব্ববিধ দুঃখ বিনষ্ট হয়, সেই সত্যস্বরূপ দেবতাকে অসংখ্য প্রণাম করি।

৮। যিনি স্নেহ, দয়া এবং বাৎসল্যভাব প্রকাশ করিয়া এই জগতে সকল জীবের চিত্তকে মুগ্ধ করিতেছেন, সেই দীননাথ, অকিঞ্চনের বন্ধু, ভবসমুদ্র পার হইবার সুদৃঢ় তরণী, সত্যস্বরূপ দেবতাকে অসংখ্য প্রণাম করি।

—— ——

দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রম্

বিশ্বং দর্পণ-দৃশ্যমান-নগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং
পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া।
যঃ সাক্ষী কুরুতে প্রবোধ সময়ে স্বাত্মানমেবাদ্বয়ং
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ১ ॥

বীজস্যান্তরিবাঙ্কুরো জগদিদং প্রাঙ্ নির্ব্বিকল্পং পুন-
র্মায়াকল্পিত দেশ-কাল কলন-বৈচিত্র চিত্রীকৃতম্।
মায়াবীব বিজৃম্ভয়ত্যপি মহাযোগীব যঃ স্বেচ্ছয়া
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ২ ॥

১। স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ অন্তরস্থ সংস্কার সমূহ বাহ্য বস্তুরূপে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ মায়াপ্রভাবে নিজান্তর্গত এই বিশ্বকে যিনি দর্পন-প্রতিবিম্বিত নগরীর ন্যায় আপনাতেই বাহ্য বস্তুরূপে দর্শন করেন, আবার প্রবুদ্ধ অবস্থায় যিনি অদ্বয় অর্থাৎ যাবতীয় দ্বৈতভাণ রহিত, কেবল স্বকীয় আত্মস্বরূপই সাক্ষাৎ কার করেন, সেই শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তি (সর্ব্বভূত-মহেশ্বর) অনুকূল কৃপাময় শ্রীগুরুমূর্ত্তিকে এই প্রণাম করিতেছি।

২। বীজের অভ্যন্তরস্থিত অঙ্কুরের ন্যায় এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে নির্ব্বিকল্প—অব্যক্ত ছিল; পুনরায় মায়াদ্বারা কল্পিত হইয়া দেশ, কাল প্রভৃতি নানাবিধ বিচিত্রতাময় এই বিশ্বপট চিত্রীকৃত হইয়াছে। যিনি ঐন্দ্রজালিক পুরুষের ন্যায়, মহাযোগীর ন্যায় নিজের ইচ্ছানুসারে এই জগৎপ্রপঞ্চরূপে বিরাজ করিতেছেন, সর্ব্বভূত-মহেশ্বর অনুকূল কৃপাময়মূর্ত্তি সেই শ্রীগুরুমূর্ত্তিকে এই প্রণাম করিতেছি।

যস্মৈক-স্ফুরণং সদাত্মকমসৎকল্পার্থকং ভাসতে
সাক্ষাত্তত্ত্বমসীতি বেদবচসা যো বোধয়ত্যাশ্রিতান্।
যৎসাক্ষাৎকরণাদ্ভবেন্ন পুনরাবৃত্তির্ভবাম্ভোনিধৌ
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৩ ॥

নানাচ্ছিদ্র-ঘটোদরস্থিত-মহাদীপ-প্রভাভাস্বরং
জ্ঞানং যস্য তু চক্ষুরাদিকরণদ্বারা বহিঃ স্পন্দতে।
জানামীতি তমেব ভান্তমনুভাত্যেতৎ সমস্তং জগৎ
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৪ ॥

দেহপ্রাণমপীন্দ্রিয়াণ্যপি চলাং বুদ্ধিং চ শূন্যং বিদুঃ
স্ত্রীবালান্ধজড়োপমাস্ত্বহমিতি ভ্রান্ত্যা ভৃশং বাদিনঃ।
মায়া-শক্তি-বিলাস-কল্পিত-মহাব্যামোহ-সংহারিণে
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৫ ॥

৩। যাঁহার সৎস্বরূপের উদ্বেলন অসৎরূপে প্রতিভাসিত হইতেছে, যিনি "তত্ত্বমসি" (অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন) ইত্যাদি প্রত্যক্ষকারক বেদবাক্য দ্বারা শরণাগত জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেন; যে বস্তু সাক্ষাৎ-কৃত হইলে ভবসমুদ্রে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, সেই সর্ব্বভূত-মহেশ্বর অনুকূল কৃপাময় মূর্ত্তি শ্রীগুরুমূর্ত্তিকে প্রণাম করিতেছি।

৪। বহু ছিদ্র বিশিষ্ট ঘটমধ্যস্থিত মহাদীপের প্রভার ন্যায় যাঁহার প্রদীপ্ত জ্ঞান চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহিরে প্রকাশ পায়; যিনি "জানি" এইরূপ অনুভবের দ্বারা স্বয়ং সতত প্রকাশশীল এবং যাঁহার প্রকাশে এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হইতেছে সেই সর্ব্বভূত-মহেশ্বর অনুকূল কৃপাময়-মূর্ত্তি শ্রীগুরুমূর্ত্তিকে এই প্রণাম করিতেছি।

৫। পরমাত্মস্বরূপে দেহ প্রাণ ইন্দ্রিয় সকল ও চঞ্চল বুদ্ধি অর্থাৎ স্থূল

রাহুগ্রস্ত-দিবাকরেন্দু-সদৃশো-মায়াসমাচ্ছাদনাৎ
সন্মাত্রকরণোপসংহরণতো যোঽভূৎ সুষুপ্তঃ পুমান্।
প্রাগস্বাপ্সমিতি প্রবোধসময়ে যঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৬ ॥
বাল্যাদিষ্বপি জাগ্রদাদিষু তথা সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি
ব্যাবৃত্তাস্বনুবর্ত্ত মানমহমিত্যন্তঃ স্ফুরন্তং সদা।
স্বাত্মানং প্রকটীকরোতি ভজতাং যো মুদ্রয়া ভদ্রয়া
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৭ ॥

সূক্ষ্ম প্রতীয়মান বস্তু সমূহ বাস্তবিক কিছুই নাই, এইরূপই জানিবে। যাহারা ভ্রান্ত তাহারাই স্ত্রী বালক অন্ধ জড় ইত্যাদির সহিত "আমি" কে (আত্মাকে) বিজড়িত করে অর্থাৎ "আমি স্ত্রী" "আমি বালক" ইত্যাদি রূপ বারংবার বলিয়া থাকে। মহাশক্তির অপূর্ব্ব বিলাসপ্রভাবে পরিকল্পিত (শিষ্য হৃদয়ের) এই মহামোহকে যিনি সমূলে সংহার করিতে সমর্থ, সেই সর্ব্বভূত-মহেশ্বর অনুকূল কৃপাময়-মূর্ত্তি শ্রীগুরুমূর্ত্তিকে এই প্রণাম করিতেছি।

৬। সত্তামাত্রই যাঁহার স্বরূপ তিনিই রাহুগ্রস্ত সূর্য চন্দ্রের ন্যায় মায়ার আবরণ-প্রভাবে ইন্দ্রিয় সমূহের সংহরণ পূর্ব্বক সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হন, পুনরায় জাগ্রত অবস্থায় সেই যিনি "পূর্ব্বে নিদ্রিত ছিলাম" এইরূপে প্রত্যভিজ্ঞাত হন, অর্থাৎ সুষুপ্তির অবসানে পুনরায় আত্মসত্তাকে স্মরণ করেন, সেই সর্ব্বভূত-মহেশ্বর অনুকূল কৃপাময়-মূর্ত্তি শ্রীগুরুমূর্ত্তিকে এই প্রণাম করিতেছি।

৭। বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এবং এইরূপ অন্যান্য অবস্থাগুলি ব্যাবৃত্ত হইলেও (সম্যক্ পৃথকভূত হইলেও) যিনি সকল

বিশ্বং পশ্যতি কার্য্যকারণতয়া স্বস্বামিসম্বন্ধতঃ
শিষ্যাচার্য্যতয়া তথৈব পিতৃপুত্রাদ্যাত্মনা ভেদতঃ।
স্বপ্নে জাগ্রতি বা য এষ পুরুষো মায়াপরিভ্রামিত-
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৮ ॥

ভূরম্ভাংস্যনলোঽনিলোঽম্বরমহর্নাথো হিমাংশুঃ পুমান্
ইত্যাভাতিচরাচরাত্মকমিদং যস্যৈব মূর্ত্ত্যষ্টকম্।
নান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যতে বিমৃশতাং যস্মাৎ পরস্মাদ্‌বিভো
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৯ ॥

অবস্থার মধ্য দিয়াই "অহং" রূপে নিয়ত অনুবর্ত্তন করেন; সেই সদা প্রকাশশীল আত্মস্বরূপকে যিনি মঙ্গলময় জ্ঞানমুদ্রা দ্বারা শরণাগত শিষ্য-দিগের নিকট প্রকটিত করেন, সেই সর্ব্বভূত-মহেশ্বর অনুকূল কৃপাময়মূর্ত্তি শ্রীগুরুমূর্ত্তিকে এই প্রণাম করিতেছি।

৮। এই যে প্রত্যক্ষ পুরুষ, যিনি মায়াদ্বারা পরিভ্রামিত হইয়া স্বপ্ন অথবা জাগ্রত অবস্থায় এই বিশ্বকে কার্য্যকারণরূপে, স্বস্বামি সম্বন্ধে, আমি আমার রূপে, গুরু শিষ্যরূপে, পিতাপুত্র ইত্যাদি রূপে ভেদভাবে দর্শন করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বভূত-মহেশ্বর অনুকূল কৃপাময়মূর্ত্তি শ্রীগুরুমূর্ত্তিকে এই প্রণাম করিতেছি।

৯। ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও জীব যাঁহার এই আটটি মূর্ত্তি পরিদৃশ্যমান এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎরূপে প্রকাশ পাইতেছে কিন্তু বিচার নিপুণ ব্যাক্তিগণের নিকট যে পরম বিভু ব্যতীত আর কিছুই থাকে না, সেই সর্ব্বভূত মহেশ্বর অনুকূল কৃপাময়-মূর্ত্তি শ্রীগুরুমূর্ত্তিকে এই প্রণাম করিতেছি।

সর্ব্বাত্মত্বমিতি স্ফুটীকৃতমিদং যস্মাদমুস্মিন্ স্তবে
তেনাস্যশ্রবণাৎ তথার্থমননাদ্ধ্যানাচ্চ সংকীর্ত্তনাৎ।
সর্ব্বাত্মত্বমহাবিভূতিসহিতং স্যাদীশ্বরত্বং স্বতঃ
সিধ্যেত্তং পুনরষ্টধা পরিণতং চৈশ্বর্য্যমব্যহতম্ ॥ ১০ ॥

বটবিটপিসমীপে ভূমিভাগে নিষণ্ণং
সকলমুনিজনানাং জ্ঞানদাতারমারাৎ।
ত্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্ত্তিদেবং
জনন-মরণ-দুঃখচ্ছেদদক্ষং নমামি ॥ ১১ ॥

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ ॥ ১২ ॥

১০। যে হেতু এই স্তবে সর্ব্বাত্মত্ব অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান সকলই যে আত্মা, ইহা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেই হেতু এই স্তবের শ্রবণ, মনন ও কীর্ত্তন (পাঠ) করিলে, সর্ব্বাত্মকত্বরূপ মহাবিভূতির সহিত ঈশ্বরত্ব আপনা হইতেই লাভ হইয়া থাকে ; এবং প্রসিদ্ধ অনিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যও অবাধিতরূপে সিদ্ধ হয়।

১১। যিনি বটবৃক্ষের সমিপস্থ ভূমিভাগে (পক্ষান্তরে বুদ্ধিতত্ত্বে) উপবিষ্ট, যিনি সকল মুনিদিগের (সকল জীবের) শীঘ্র জ্ঞানদাতা, যিনি ত্রিজগতের গুরু, ঈশ্বর, কৃপাময় দেবতা ; যিনি জন্ম মৃত্যুর দুঃখচ্ছেদ করিতে নিপুণ, তাঁহাকে প্রণাম।

১২। কি আশ্চর্য্য! বটবৃক্ষের মূলে (পক্ষান্তরে মহত্তত্ত্বে) বৃদ্ধ শিষ্যগণ নিত্য তরুণ গুরু (অবস্থান করিতেছেন) অর্থাৎ বুদ্ধি বা জীব অনাদিকাল হইতে জন্ম মৃত্যু ধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া বৃদ্ধ কিন্তু আত্মা সর্ব্ব

ওঁ নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্ত্তয়ে।
নির্ম্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥ ১৩ ॥

নিধয়ে সর্ব্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিনাম্।
গুরবে সর্ব্বলোকানাং দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥ ১৪ ॥

মৌনব্যাখ্যা-প্রকটিত-পরব্রহ্মতত্ত্বং যুবানং।
বর্ষিষ্ঠান্তেবসদৃষিগণৈরাবৃতং ব্রহ্মনিষ্ঠৈঃ
আচার্য্যেন্দ্রং করকলিতচিন্মুদ্রেমানন্দরূপং
স্বাত্মারামং মুদিতবদনং দক্ষিণামূর্ত্তিমীড়ে ॥ ১৫ ॥

বিকার রহিত বলিয়া নিত্য তরুণ। গুরুর মৌন ব্যাখ্যায় শিষ্যগণ সংশয় রহিত হইয়া থাকে—বাক্য মনের অগোচর বস্তুর ব্যাখ্যা মৌন ব্যতীত হয় না। এবং বাক্য মনের অগোচর পরমাত্মার উপলব্ধি করিলেই সকল সংশয় তিরোহিত হইয়া যায়।

১৩। প্রণবের প্রতিপাদ্য, বিশুদ্ধ জ্ঞানই যাঁহার একমাত্র মূর্ত্তি তাঁহাকে প্রণাম। যিনি অজ্ঞানরূপ মলয়রহিত; যিনি প্রশান্ত (বিক্ষেপ-রহিত) সেই কৃপাময় গুরুমূর্ত্তিকে নমস্কার।

১৪। যিনি সর্ব্ববিধ বিদ্যার আধার, যিনি ভবরোগীর চিকিৎসক, যিনি সর্ব্বলোকের গুরু, সেই গুরুমূর্ত্তিকে নমস্কার।

১৫। যিনি মৌন ব্যাখ্যা দ্বারাই ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকটিত করিতে তৎপর, যিনি নিত্য তরুণ, যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ বয়োবৃদ্ধ শিষ্যঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত, যিনি আচার্য্যশ্রেষ্ঠ, যাঁহার হস্তে জ্ঞানমুদ্রা, (জ্ঞান যাঁহার করতলগত) যিনি আনন্দস্বরূপ, আত্মাতেই যিনি রমণ করেন, যাঁহার মুখ সতত হর্ষান্বিত, এইরূপ কৃপাময় গুরুমূর্ত্তিকে স্তব করি।

প্রার্থনা

শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ১ ॥

অসতো মা সদ্ গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যো র্মা অমৃতং গময় ॥ ২ ॥

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ৩ ॥

১। আমি তোমার শরণাগত শিষ্য আমায় শিক্ষা দাও।

২। আমাকে অসৎ হইতে সৎএ নিয়া চল, অমাকে অন্ধকার (অজ্ঞান) হইতে জ্যোতিতে (জ্ঞানে) নিয়া চল। আমাকে মৃত্যু হইতে অমৃতে (মুক্তিতে) নিয়া চল।

৩। তুমি গতি—আমাকে পরিচালিত করিতেছ; তুমি ভর্ত্তা—আমাকে প্রতিপালন করিতেছ, তুমি সাক্ষী—আমার সকল কর্ম্মের দ্রষ্টা, তুমি নিবাস—তোমাতেই আমি বাস করি, তুমিই আশ্রয়, তুমিই সুহৃৎ—যথার্থ বন্ধু, তুমি প্রভব—আমি তোমা হইতে জাত, আবার তুমিই প্রলয়—তোমাতেই আমি বিলীন হইব, তোমাতেই আমার অবস্থান, তুমিই আমার একমাত্র আধার, তুমিই অব্যয় বীজ—তুমিই আমার এবং এই জগতের অবিনাশী কারণ।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ৪ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃচ ॥ ৫ ॥

ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব।
ত্বমেব বন্ধুঃ সখা ত্বমেব ॥
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব ॥ ৬ ॥

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৭ ॥

৪। তিনি হস্ত পদ চক্ষু মস্তক মুখ এবং কর্ণ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ময় হইয়া এই জগতে সমস্ত বস্তুকে সর্ব্বতোভাবে আবরণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

৫। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত হইয়াও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম সমন্বিত। তিনি সর্ব্বভৃৎ সর্ব্বধর্ত্তা হইয়াও অসক্ত। তিনি গুণ সমূহের ভোক্তা হইয়াও নির্গুণ।

৬। তুমিই মাতা, তুমিই পিতা, তুমিই বন্ধু, তুমিই সখা, তুমিই বিদ্যা (জ্ঞান) তুমিই ধন, হে দেবদেব! আমার বলিতে যাহা কিছু আছে, সে সকল তুমিই।

৭। সেই পরমাত্মস্বরূপ দর্শন করিলে জীবের হৃদয়-গ্রন্থির ভেদ হয় সমস্ত সংশয় বিদূরিত হয়। এবং সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া যায়।

পঞ্চরত্ন-স্তোত্রম্

নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥ ১ ॥

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্
ত্বমেকং জগৎ-কর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্ ॥ ২ ॥

১। পরিদৃশ্যমান সমস্ত বস্তুর যাহা একমাত্র আশ্রয়, সেই সৎ অর্থাৎ অস্তিত্বরূপ তোমাকে প্রণাম। যাহা বিশ্বরূপে সতত আত্মপ্রকাশ করিয়া আছে, সেই চিৎস্বরূপ তোমাকে প্রণাম। এই সত্য ও চৈতন্য বাস্তবিক দুইটি পদার্থ নহে একই। এবং এইরূপে তোমার উপলব্ধি হইলেই জীবের মুক্তি হয়; তাই অদ্বৈত তত্ত্বস্বরূপ তোমাকে প্রণাম। তোমার এই সর্ব্বব্যাপী নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপকে প্রণাম।

২। তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়, (সত্তা ও চৈতন্য-ব্যতীত আমি বলিতে আর কিছু থাকে না) যেহেতু তুমি আমার একান্ত আশ্রয় সেই হেতু তুমিই আমার বরেণ্য—বরণ করিবার একমাত্র আধার—আত্ম সমর্পণের যোগ্যস্থান—সমস্ত প্রীতি ভালবাসার অদ্বিতীয় কেন্দ্র। তুমিই একমাত্র এই জগতের কারণ, আবার এই বিশ্বরূপে বহুরূপেও একমাত্র তুমিই বিরাজিত। তুমিই এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা।

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেশাং পরং রক্ষকং রক্ষকানাম্ ॥ ৩ ॥

এই সুবৃহৎ ব্যাপারের নিয়ন্তা হইয়াও তুমি এ সকলেরও উপরে অর্থাৎ বিশ্বাতীত। তাই তুমি নিশ্চল, তাই তুমি সর্ব্ব বিকল্পরহিত।

৩। অতি চঞ্চল হইয়াও যে বস্তু অতিশয় স্থির, তাহার সমীপস্থ হইলেই স্বভাবতঃ একটা ভয় উপস্থিত হয়; কিন্তু তুমি এত চঞ্চল অথচ এত স্থির হইয়াও অভয় যেহেতু ভয়রূপে আমাদের নিকট যাহা কিছু উপস্থিত হয়, তুমি তাহাদের ভয় স্বরূপ, অর্থাৎ ভয় তোমার ভয়ে ভীত! তুমি ভীষণেরও ভীষণ। মৃত্যুই এ জগতে একমাত্র ভীষণ; মৃত্যু যেখানে মরিয়া যায়, তাহাই তুমি। তুমি অমৃত—তুমি মুক্তি। আবার এই মুক্তির পথে অগ্রসর হইবার জন্য সমস্ত প্রাণীর গতিরূপেও তুমি। এই গতিরূপে থাকিয়া আমাদিগকে অজ্ঞানরূপ অপবিত্রতা হইতে দিন দিন পবিত্র করিয়া লইয়া যাইতেছ; তাই তুমি পাবনেরও পাবন। জগতে যে সকল বস্তু পবিত্রকারক বলিয়া অভিহিত হয়, তুমিই তাহাদের সেই পবিত্রকারিতা শক্তি প্রদান করিয়া থাক। মহৎ উচ্চপদ অর্থাৎ মহৎতত্ত্বরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠপদ বা মুক্তিপদ প্রদান করিতে একমাত্র তুমিই সমর্থ। এ জগতে যাঁহারা পরমেশ্বররূপে অভিহিত তুমি তাহা হইতেও পর—শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা আমাদের নিকট একমাত্র রক্ষকরূপে পরিচিত, তুমি তাঁহাদিগকেও রক্ষা করিয়া থাকে।

পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব
জগদ্ ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ ॥ ৪ ॥
তদেকং স্মরাম স্তদেকং জপাম
স্তদেকং জগৎ-সাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ॥ ৫ ॥

৪। হে পরেশ! হে প্রভো! হে সর্ব্বরূপ! হে অবিনাশিন্! হে অনির্দ্দেশ্য! (বাক্যের অগোচর) হে সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য! হে সত্য! (ইন্দ্রিয়ের অগোচর অথচ সত্য তোমার কখনও কল্পনা করিতে পারি না) হে অচিন্ত্য! (মনের অগোচর) হে অক্ষর! (নিত্য) হে ব্যাপক! হে অব্যক্ততত্ত্ব! (যাহার স্বরূপ কোনরূপেই প্রকাশ করা যায় না) হে জগৎ প্রকাশক! হে অধীশ! (হৃদয়ের অধিপতি) তুমি আমাকে অপায় হইতে—জন্মমৃত্যুরূপ-সংসার-হতাশ হইতে রক্ষা কর।

৫। তোমার সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপকে স্মরণ করি, সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র তোমার মন্ত্র জপ—নাম কীর্ত্তন করি। তৎপরে এই জগতের একমাত্র সাক্ষী সেই ব্রহ্মস্বরূপ তোমাকে প্রণাম করি। তুমিই একমাত্র সৎ। তুমিই জগতের একমাত্র আধার অথচ স্বয়ং নিরালম্ব; অর্থাৎ তোমার আশ্রয়স্বরূপ কিছুই নাই। তুমি ঈশ্বর, তুমি ভব-সমুদ্রপারের সুদৃঢ় তরণীস্বরূপ। আমরা সর্ব্বতোভাবে তোমার শরণাগত হইলাম।

বিশ্বরূপ-দর্শনম্

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থং
ঋষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১ ॥

যিনি সত্য, যিনি প্রাণ, যিনি আমার আমি, যিনি জন্ম-জন্মান্তরের অচ্যুত সারথি, যিনি গুরু তিনিই যে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বরূপে বিরাজিত, ইহা সাম্যক্ অনুভব করিবার জন্যই এই স্তবের প্রয়োজন; তাই, সাধকগণ সত্য ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠার বিশেষ অনুশীলনের জন্য অর্জ্জুনকৃত এই বিশ্বরূপদর্শন নামক স্তোত্রের সাহায্য লইয়া থাকেন; সাধক! অর্জ্জুনের মত তুমিও তোমার প্রাণের গুরুর বিশ্বরূপ দর্শন কর।

১। হে দেব! হে স্বপ্রকাশ প্রাণময় দেবতা! তোমার দেহে—তোমার চৈতন্যময় অবয়বে সমুদয় দেবগণকে—আমার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যবর্গকে ও রূপরসাদি-বিষয়াধিষ্ঠিত ব্যষ্টি চৈতন্যবর্গকে, স্থাবর জঙ্গম প্রাণিসমূহকে, পদ্মাসনস্থিত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে—বহুসঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনকে, দিব্য ঋষিবৃন্দকে এবং সমুদয় সর্পগণকে—যাবতীয় শক্তিপ্রবাহকে দেখিতে পাইতেছি।

এক অখণ্ড মহৎ প্রাণ-সত্তার বিকাশ হইলে পূর্ব্বোক্ত দেবতা, ঋষি, জীব প্রভৃতি সকলেই তাহার অন্তরে অবস্থিত এইরূপ অনুভব হইতে থাকে।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ২ ॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ৩ ॥

২। হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! তুমি অসংখ্য বাহু, উদর, মুখ ও নেত্র বিশিষ্ট—সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা সমস্ত জীবের বাহু, উদর, মুখ ও নেত্র-রূপে প্রতীয়মান হইত এখন দেখিতে পাইতেছি—সেই অসংখ্য বাহু, উদর, মুখ, সকলই তোমার, ভিন্ন ভিন্ন জীবের নহে; সুতরাং অনন্তরূপে একমাত্র তোমাকেই সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতেছি। তোমার অন্ত, মধ্য ও আদি কিছুই নাই—তুমি আকাশবৎ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ।

৩। কিরীট (নির্ম্মল বোধ) গদা (ব্যক্ত নাদ) ও চক্র (সংসার চক্র) ধারণকারী তোমার সর্ব্বত্র প্রকাশমান তেজোরাশি দর্শন করিতেছি—একদিকে নির্ম্মল বোধ এবং অন্যদিকে ব্যক্ত বাক্যময় এই সংসারচক্র তোমাতেই বিরাজ করিতেছে। তোমার এই সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বতোভেদী প্রকাশ সত্তার অনুভব করা বড়ই কঠিন। প্রজ্বলিত অনল এবং মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের অপ্রমেয় রশ্মি নিরীক্ষণ করা যেরূপ অতিশয় কষ্টসাধ্য, সেইরূপ তোমার এই সর্ব্বতোভেদী প্রকাশ-সত্তাকে অনুভবে ধরিয়া রাখাও অত্যন্ত দুরূহ।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥ ৪ ॥

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ৫ ॥

৪। আমার মনে হয় তুমিই অক্ষয় পুরুষ, তুমিই পরমব্রহ্ম, তুমিই একমাত্র জ্ঞেয় (স্বয়ং জ্ঞস্বরূপ) তুমি এই জগতের পরম আশ্রয়, তুমি অব্যয়, তুমিই সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক, তুমি সনাতন পুরুষ।

৫। আমি দেখিতেছি তোমার আদি, মধ্য, অন্ত কিছুই নাই, তুমি অসীম বীর্য্য-সম্পন্ন, তোমার বাহু অনন্ত—অসংখ্য জীবের অসংখ্য বাহু তোমারই বাহুরূপ প্রতীয়মান হইতেছে, চন্দ্র সূর্য্য তোমার নেত্র, তোমার মুখমণ্ডল প্রজ্বলিত অনলের ন্যায়, তুমি স্বীয় তেজের দ্বারা এই বিশ্বকে সন্তাপিত করিতেছ—তোমার এমনই প্রকাশ যে, সে দুনিরীক্ষ্য প্রকাশ সত্তার উদয়ে এই নাম-রূপ-ব্যবহারাত্মক বিশ্বের স্থূল সত্তা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যাইতেছে। তাই মনে হইতেছে, তুমি স্বকীয় তেজের দ্বারা এই বিশ্বকে সন্তাপিত করিতেছ।

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্টাঽদ্ভূতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্॥ ৬॥
অমী হি ত্বাং সুরসংঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ॥ ৭॥

৬। হে মহাত্মন্! একমাত্র তুমিই স্বর্গ, মর্ত্ত, অন্তরীক্ষ এবং সমস্ত দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছ। তোমার এই অদ্ভুত ও উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়া ত্রিলোক অতীব ভীত হইতেছে—তোমার সর্ব্বগ্রাসী প্রকাশ-সত্তায় স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-জগৎরূপ ত্রিলোক ধীরে ধীরে প্রলয়াভি-মুখী হইতেছে। ত্রিলোকের পক্ষে ইহা অত্যন্ত ব্যথাদায়ক।

৭। ঐ দেবতাগণ তোমাতেই প্রবেশ করিতেছে—ইন্দ্রিয় ও বিষয়াধিষ্ঠিত ব্যষ্টি চৈতন্যবর্গ এক মহতী সমষ্টি চৈতন্য-সত্তায় মিলাইয়া যাইতেছে। কেহ কেহ ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার স্তব করিতেছে—যাঁহারা নিজের ব্যষ্টি সত্তাকে পৃথক রাখিয়া সেব্য-সেবকভাবে অবস্থান করাই তৃপ্তি-জনক বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা (সেই সকল দেবতা) স্বকীয় ব্যষ্টি সত্তার বিলোপ আশঙ্কায় ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার স্তব করিতেছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ স্বস্তি এইরূপ শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক পুষ্কল স্তোত্রে তোমার স্তুতি করিতেছেন—ব্যষ্টি-সমষ্টি ভাবে, অঙ্গাঙ্গিভাবে, স্বগতভেদভাবে অবস্থান করিয়া যাঁহারা

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥ ৮ ॥

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাঽহম্ ॥ ৯ ॥

তোমার এই অপূর্ব্ব লীলারস পান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তোমার এই সর্ব্বভাব-প্রলয়ঙ্করী প্রকাশ সত্তার উদয়ে ভীত-চিত্তে স্বস্তি স্বস্তি বলিতেছেন।

৮। একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, সাধ্যনামক দেবগণ, বিশ্বেদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উষ্মপা প্রভৃতি দিব্যপিতৃগণ এবং গন্ধর্ব্ব যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ সকলেই চমৎকৃত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছে—তোমার এই সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগ্রাসী প্রকাশ সত্তার আবির্ভাব লক্ষ্য করিতেছে।

(একাদশ রুদ্র প্রভৃতির রহস্য সাধন-সমর নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)

৯। হে মহাবাহো! তোমার ঐ অসংখ্য মুখ, অসংখ্য নেত্র, অসংখ্য বাহু উরু ও চরণ, বহু উদর ও বহু দন্তবিশিষ্ট অতি ভয়াবহ মহতী আকৃতি দেখিয়া লোকসমূহ ভীত হইয়াছে এবং আমিও ভয় পাইতেছি—বিশ্ববাসী যাবতীয় জীববৃন্দের বক্ত্র, নেত্র, বাহু, উরু, চরণ, উদর এবং দশন এ সকলই যুগপৎ একমাত্র তোমাতেই প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। পূর্ব্বে ইহা ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন অবয়বরূপে প্রতিভাত

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ।
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো ॥ ১০ ॥

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি ।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ১১ ॥

হইত ; কিন্তু এখন দেখিতে পাইতেছি, একমাত্র তোমার সত্তাই বহু জীবরূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে ; সুতরাং অসংখ্য জীবের অসংখ্য বক্ত্র, নেত্র প্রভৃতি তোমারই বক্ত্র নেত্ররূপে প্রভিভাত হইতেছে। তোমার এই মহৎরূপ—এই মহৎ তত্ত্বের অনুভব অতিশয় কষ্টসাধ্য ; তাই, আমরা সকলেই অতিশয় ব্যথিত হইতেছি। আমি ভীত হইয়াছি বলিয়াই সমগ্র বিশ্বের ভীতিভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

১০। হে বিষ্ণো! হে বিশ্বব্যাপী চৈতন্যময় পরম পুরুষ! তোমার প্রকাশ নভঃস্পর্শী—আকাশকেও ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। নানাবর্ণের বিষয়সমূহ তোমার সেই অখণ্ড প্রকাশরূপ ব্যাদিত বদনে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। তোমার দীপ্ত বিশাল নেত্র অর্থাৎ অন্তর বাহ্যভেদী মহতী দৃক্ শক্তি—(আমার অন্তরে বা বাহিরে এমন কোন লুকান স্থান নাই, যাহা তোমার সেই সর্ব্বতোভেদী দৃক্শক্তিতে সম্যক্ উদ্ভাসিত হয় নাই) তোমার এতাদৃশ স্বরূপ অনুভব করিয়া আমার অন্তরাত্মা ব্যথিত হইতেছে। আমি ধৈর্য্য ও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না।

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ১২ ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ১৩ ॥

১১। প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় তোমার দংষ্ট্রাকরাল অসংখ্য মুখমণ্ডল দেখিয়া আমি দিগভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমি কোন সুখ পাইতেছি না; অতএব হে দেবাধিপতে! হে জগন্নিবাস তুমি প্রসন্ন হও। ইতিপূর্ব্বে স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত ভাবের যে পৃথক পৃথক সত্তার অনুভব হইত, এখন দেখিতেছি, তাহা তোমার এক অখণ্ড সত্তায় মিলাইয়া যাইতেছে। এ অবস্থা অতীব ভয়াবহ। কারণ কোনরূপ বিশিষ্ট সত্তাকে অবলম্বন করিতে না পারিলে, আমাদের আত্মসত্তাই প্রবুদ্ধ হয় না, তাই সর্ব্বভাবের প্রলয়কারী এই মহতী সত্তার ধারণা করা আমাদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর। এখানে যে আমার আমিটী পর্য্যন্ত হারাইবার উপক্রম হইয়াছে; অতএব হে দেবেশ। হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও। তোমার স্বরূপ বুঝিবার সামর্থ্য প্রদান কর।

১২। ১৩। (হে ভগবান্!) ঐ দেখিতে পাইতেছি দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ (অর্থাৎ আসুরিক ভাব সমূহ) সমগ্র রাজন্যবর্গের

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ ১৪ ॥

সহিত (অর্থাৎ ভোগ্য বিষয় সমূহের সহিত) তোমার মুখ-বিবরে (অর্থাৎ অখণ্ড প্রকাশ সত্তায়) প্রবেশ করিতেছে ; ঐ ভীষ্ম (ব্রহ্মচর্য্যের আসক্তি), ঐ দ্রোণ (কর্ম্মকাণ্ডের আসক্তি), ঐ কর্ণ (বিষয়-ভোগের আসক্তি), ইহারাও আমাদের পক্ষীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধার সহিত (অর্থাৎ নিবৃত্তি-মার্গীয় সাধনাপথের সহকারী প্রধান প্রধান উপায় গুলির সহিত) তোমার দংষ্ট্রাকরাল ভয়ানক মুখমণ্ডলে (সর্ব্বভাব-প্রলয়ঙ্করী মহতী সত্তায়) অতি দ্রুতবেগে প্রবেশ করিতেছে—চৈতন্যময় মহতী সত্তার প্রকাশে প্রবৃত্তি-মার্গীয় বিভিন্ন ভাব সমূহ এবং ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয় সমূহ যেরূপ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, ঠিক সেইরূপই ব্রহ্মচর্য্যের আসক্তি, কর্ম্মকাণ্ডের আসক্তি প্রভৃতি নিবৃত্তি মার্গীয় সাধনার সহকারী প্রধান প্রধান উপায়-বিষয়ক সংস্কার সমূহও একে একে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এক কথায় আমার ভালমন্দ যাবতীয় সংস্কারই তোমার অখণ্ড সত্তায় মিলাইয়া যাইতেছে। যে সংস্কারগুলি গভীরভাবে চিত্তক্ষেত্রে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, সেগুলিও দেখিতে পাইতেছি—ঐ উত্তমাঙ্গ (মস্তক) চূর্ণিত অবস্থায় (অর্থাৎ পুনরায় বন্ধনজনক কর্ম্ম উৎপাদনের সামর্থ্যহীন অবস্থায়) তোমার দশনান্তরে—দন্তদ্বয়ের সন্ধিস্থানে (অর্থাৎ সর্ব্বগ্রাসী প্রকাশ-সত্তার অন্তরালে) অতি ক্ষীণভাবে অবস্থান করিতেছে।

১৪। যেরূপ নদী সমূহের বিপুল জল-প্রবাহ দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করে, ঠিক সেইরূপ এই নরবীরগণ (অর্থাৎ আমার

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা-
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥ ১৫ ॥
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥ ১৬ ॥

সৎ অসৎ সমস্ত সংস্কার) তোমার সর্ব্বতোদীপ্তিশীল মুখ সমূহে (অর্থাৎ সর্ব্বগ্রাসী প্রকাশ সত্তায়) প্রবেশ করিতেছে।

১৫। যেরূপ পতঙ্গগণ বিনাশের জন্য দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, ঠিক সেইরূপ এই লোক সকল (ব্যষ্টিভাবাপন্ন সংস্কার সমূহ) বিনাশের জন্য অতি দ্রুতবেগে তোমার মুখ-মধ্যে (অখণ্ড প্রকাশ-সত্তায়) প্রবেশ করিতেছে।

১৬। হে বিষ্ণো! হে সর্ব্ব্যাবপিন! তুমিও সমগ্র লোককে (যাবতীয় ব্যষ্টি প্রকাশ-সত্তাকে) গ্রাস করিবার জন্য প্রজ্বলিত মুখ সমূহ বিস্তার করিয়া (সবর্বভাব-প্রলয়ঙ্করী প্রকাশ-সত্তার প্রকাশ করিয়া) অতিশয় তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করিতেছ (স্বকীয় অখণ্ড সত্তায় মিলাইয়া লইতেছ)। তোমার অত্যুগ্র দীপ্তি (সবর্বগ্রাসী প্রকাশ) সমগ্র বিশ্বকে তেজের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া (পরমাত্ম সত্তায় ব্যবহারিক সত্তা অভিভূত করিয়া) অতিশয় সন্তাপিত করিতেছে। অর্থাৎ বিশ্বের পৃথক সত্তা বিলুপ্ত করিয়া দিতেছে।

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ১৭ ॥

* * * *

স্থানে হৃষিকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ১৮ ॥

১৭। হে ভগবন্! এই উগ্ররূপধারী তুমি কে? তাহা আমাকে বল। হে দেবশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে প্রণাম করিতেছি। তুমি প্রসন্ন হও। তোমার প্রবৃত্তি—তোমার কার্য্যকলাপ, আমি কিছুই জানি না; তাই, এই জগতের আদি (অর্থাৎ জগৎকারণ) তোমার স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা হয়।

১৮। হে হৃষিকেশ! তোমার মাহাত্ম্যবর্ণনে কিংবা শ্রবণে সমগ্র জগৎ যে হৃষ্ট হয় ও তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়, পক্ষান্তরে রাক্ষসসমূহ (আমাদের রাক্ষসী প্রবৃত্তিগুলি) যে ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করে এবং কপিলাদি সিদ্ধর্ষিগণ যে তোমাকে প্রণাম করে, ইহা একান্তই সমীচীন।

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥ ১৯ ॥

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্
বেত্তাঽসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ২০ ॥

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতি স্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ২১ ॥

১৯। হে মহাত্মন্! তুমি যে ব্রহ্মারও আদিকর্ত্তা, তুমি যে গরীয়ান্—সকলেরই পূজনীয়; সুতরাং সকলেই তোমাকে কেন প্রণাম করিবে না?

হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস তুমি অক্ষর পুরুষ, তুমি সৎ অসৎ এবং এতদুভয়ের অতীত।

২০। তুমিই আদি দেবতা, তুমিই পুরাণপুরুষ, তুমিই এই বিশ্বের একমাত্র আধার, তুমিই জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, তুমিই পরমধাম (অর্থাৎ মুক্তি) হে অনন্তরূপ! তুমি এই সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ।

২১। বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব !
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥ ২২ ॥

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ২৩ ॥

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাঽপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বমহমপ্রমেয়ম্ ॥ ২৪ ॥

সকলই তুমি, তোমাকে সহস্র সহস্রবার প্রণাম করিতেছি। তোমাকে পুনরায় বারংবার প্রণাম করি।

২২। হে সর্ব্ব ! সম্মুখভাগে তোমাকে প্রণাম করিতেছি, পশ্চাৎ-ভাগে তোমাকে প্রণাম করিতেছি এবং সকলদিকেই তোমাকে প্রণাম করি। তুমি অনন্তবীর্য্য তোমার পরাক্রম অপরিমেয়, তুমি জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছ ; সুতরাং তুমিই সর্ব্ব।

২৩।২৪। হে ভগবন্ ! তোমার এই মহত্ত্ব জানিতে না পারিয়া আমি প্রমাদ (অনবধানতা) বশতঃ অথবা প্রণয় বশতঃ সখা মনে করিয়া

পিতাঽসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন তৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ২৫ ॥

হঠকারিতা-প্রভাবে "হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে!" এইরূপ যাহা কিছু বলিয়াছি এবং বিহার শয়ন ভোজন ও উপবেশন কালে কিংবা একাকী অবস্থায় অথবা বন্ধুজনের সমক্ষে—(তোমার সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে) পরিহাসস্থলে তোমার সহিত যে সকল অসদ্-ব্যাবহার করিয়াছি, হে অচ্যুৎ! তুমি অপ্রমেয়—অচিন্তপ্রভাব, তোমার নিকট সেই সকলের জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে তোমাকে মাত্র মনুষ্যমূর্ত্তি গুরু বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, (ইতিপূর্ব্বে তোমাকে কেবল আমার প্রাণ বলিয়া দীন হীন মলিন বলিয়া বুঝিয়াছিলাম) তখন তোমার এই বিশ্বরূপাত্মক মহত্ত্ব জানিতে পারি নাই, তাই তোমাকে কত অবজ্ঞা করিয়াছি। তুমিই যে আমার এবং এই বিশ্বের একমাত্র কর্ত্তা, তুমিই যে আমার এবং এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী পরমেশ্বর, ইহা বুঝিতে না পারিয়াই তোমাকে কত অবজ্ঞা কত উপেক্ষা করিয়াছি। হে অচ্যুত! হে গুরো! তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

২৫। তুমি এই চরাচর সমস্ত লোকের পিতা, তুমি পূজ্য তুমি গুরু, তুমি অতিশয় পূজনীয়, ত্রিলোকে তোমার প্রভাব অতুলনীয়; তোমার সমান কেহই নাই, অথবা তুমি ছাড়া আর কোথাও যখন কিছুই নাই, সুতরাং তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কে হইবে?

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয় প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ২৬ ॥
অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেবরূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৭ ॥

২৬। অতএব হে দেব! জগতের ঈশ্বর, সর্ব্বলোকের বন্দনীয় তোমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তোমার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি; পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেরূপ সখার, পতি যেরূপ পত্নীর অপরাধ সহ্য করেন, সেইরূপ তুমিও আমার সকল অপরাধ সহ্য কর-ক্ষমা কর।

২৭। তোমার এই অদৃষ্টপূর্ব্বরূপ (যে রূপ পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই) দেখিয়া আমি হৃষ্ট হইয়াছি বটে, কিন্তু তোমার এই সর্ব্বভাবপ্রলয়কারী করাল-কাল-মূর্ত্তির প্রকাশ অনুভব করিয়া আমার মন ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। অতএব হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও। তোমার সেই দেবরূপটী (যে মূর্ত্তিতে তুমি আমায় গীতা-তত্ত্বের উপদেশ দিতেছিলে সেই গুরুমূর্ত্তিটি সেই ইষ্টমূর্ত্তি) আমায় দেখাও।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ২৮ ॥

২৮। যে মূর্ত্তিতে তোমার মস্তকে কিরীট ও হস্তে গদা চক্রাদি অস্ত্র (থাকে) আমি তোমাকে সেই রূপে দেখিতে ইচ্ছা করি। অতএব হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! তুমি সেই চতুর্ভূজ-মূর্ত্তিতে—আমার ইষ্ট-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হও।

সাধকমাত্রেরই ইষ্টমূর্ত্তি কিরীটধারী এবং চতুর্ভূজ। নির্ম্মল বোধরূপ কিরীট এবং ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যরূপ চতুর্ভূজমণ্ডিত অভীষ্ট দেবতাই সকলের একান্ত প্রিয়। একদিকে বিশুদ্ধ বোধস্বরূপ পরম প্রিয়তম আনন্দময় পরমাত্মা, অন্য দিকে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য-সমন্বিত নির্ম্মল বুদ্ধিসত্ত্ব। এই স্বরূপের উপলব্ধিকালে আর অভাব বলিয়া কিছুই বোধ থাকে না; সকলই পূর্ণ, সকলই আনন্দময়রূপে প্রতিভাত হইতে থাকে। যুগ যুগান্তর ধরিয়া দর্শন করিলেও ইহা পুরাতন হয় না, দর্শকের তৃপ্তি মিটে না, তাই, সাধকগণ শ্রীগুরুর—ইষ্টদেবতার এই মুক্তিপ্রদ অভয়স্বরূপ দর্শনের জন্য সতত লালায়িত থাকেন

মাতৃ-লীলা

সঙ্গীত

(তিলক কামোদ)

১। সত্য জ্ঞানানন্দময়ী মা
২। অদ্বয় ব্রহ্মসনাতনী মা
৩। অব্যক্তা মূল প্রকৃতি মা
৪। সত্ত্বরজস্তমো গুণময়ী মা
৫। সৃষ্টি-স্থিতি লয়কারিণী মা
৬। বিশ্বলীলা-রসময়ী মা
৭। মহদাত্ম-স্বরূপিণী মা
৮। অহমাত্ম বিলাসিনী মা
৯। পঞ্চতন্মাত্রাত্মিকা মা
১০। শব্দময়ী মা ব্যোমময়ী মা
১১। স্পর্শময়ী মা বায়ুময়ী মা
১২। রূপময়ী মা তেজোময়ী মা
১৩। রসময়ী মা জলময়ী মা
১৪। গন্ধময়ী মা ক্ষিতিময়ী মা
১৫। কর্ণবাগিন্দ্রিয়ময়ী মা
১৬। ত্বচাপাণীন্দ্রিয়ময়ী মা
১৭। চক্ষু পাদেন্দ্রিয়ময়ী মা
১৮। রসনোপস্থেন্দ্রিয়ময়ী মা
১৯। নাসিকা পায়িন্দ্রিয়ময়ী মা
২০। জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়ময়ী মা
২১। কল্পনা রূপিণী মনোময়ী মা
২২। দেশ কাল স্বরূপিণী মা
২৩। প্রাণাপানরূপিণী মা
২৪। ব্যানোদান-স্বরূপিণী মা
২৫ সমানশক্তিরূপিণী মা
২৬। পঞ্চপ্রাণস্বরূপিণী মা
২৭। পঞ্চীকৃত মহাভূতময়ী মা
২৮। নামরূপক্রিয়াময়ী মা
২৯। ষড়্ভাববিকাররূপিণী মা
৩০। অন্নময়কোষরূপিণী মা
৩১। প্রাণময়কোষরূপিণী মা
৩২। মনোময়কোষরূপিণী মা
৩৩। বিজ্ঞানময়কোষরূপিণী মা
৩৪। আনন্দময়কোষরূপিণী মা
৩৫। পঞ্চকোষ প্রাবৃতা মা
৩৬। জাগরস্বপ্ন সুষুপ্তি মা
৩৭। কল্পিতাভিমানিনী মা
৩৮। বিশ্বতৈজস-রূপিণী মা

৩৯। প্রাজ্ঞনামধারিনী মা

৪০। রাগদ্বেষ-স্বরূপিণী মা

৪১। স্বর্গরূপিণী সুখময়ী মা

৪২। নরকরূপিণী দুঃখময়ী মা

৪৩। বদ্ধজীব-স্বরূপিণী মা

৪৪। জন্মমৃত্যুপীড়িতা মা

৪৫। নানাযোনিচারিণী মা

৪৬। অতৃপ্তিরূপিণী সংসৃতি মা

৪৭। ত্রিতাপতপ্তা আর্ত্তা মা

৪৮। দীনা মলিনা কাঙ্গালিনী মা

৪৯। কাতর প্রার্থনা রূপিণী মা

৫০। আশীষদায়িনী স্নেহময়ী মা

৫১। শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রূপিণী মা

৫২। শিষ্যস্তেঽহংভাষিণী মা

৫৩। সদ্গুরুরূপিণী কৃপাময়ী মা

৫৪। মাভৈর্মাভৈর্ঘোষিণী মা

৫৫। নহিনহি বদ্ধ শ্রাবিণী মা

৫৬। সত্যং ত্বং ভোর্বাদিনী মা

৫৭। আশ্বাস দায়িনী স্নেহময়ী মা

৫৮। স্নেহস্তন্য পায়য়িনী মা

৫৯। বুদ্ধিযোগ প্রদায়িনী মা

৬০। সত্য-প্রতিষ্ঠারূপিণী মা

৬১। চিদাকাশ-স্বরূপিণী মা

৬২। ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদিনী মা

৬৩। প্রাণ-সন্ধান-দায়িনী মা

৬৪। প্রাণরূপিণী প্রাণময়ী মা

৬৫। প্রাণ-প্রতিষ্ঠারূপিণী মা

৬৬। জড়ত্বদৃষ্টি নাশিনী মা

৬৭। কৃতজ্ঞ ভাবোদ্বোধিনী মা

৬৮। বিষ্ণু-গ্রন্থি-ভেদিনী মা

৬৯। চিন্ময়ী মা চিন্ময়ী মা

৭০। অন্তর্ব্বাহ্যব্যাপিনী মা

৭১। চিন্ময়ী মা চিন্ময়ী মা

৭২। ভক্তি-রস-পরিষিঞ্চিতা মা

৭৩। মধুময়ী মাঽমৃতময়ী মা

৭৪। আদরিণী মা স্নেহময়ী মা

৭৫। মহতী-বুদ্ধিরূপিণী মা

৭৬। অনুভূতি মা অনুভূতি মা

৭৭। অস্মিতারূপিণী ঈশ্বরী মা

৭৮। সর্ব্বদুঃখ হারিণী মা

৭৯। মধুময়ী মাঽমৃতময়ী মা

৮০। সর্ব্ব-সন্তাপ-নাশিনী মা

৮১। জ্ঞানস্তন্য-প্রদায়িনী মা

৮২। আনন্দ-প্রতিষ্ঠারূপিনী মা

৮৩। বিশুদ্ধবোধ-স্বরূপিণী মা

৮৪। সাক্ষাদাত্ম-স্বরূপিণী মা

৮৫। পরমানন্দরূপিণী মা

৮৬। নিরস্তভেদ-প্রতীতি মা

৮৭। নির্ম্মলশান্তিরূপিণী মা
৮৮। বিশুদ্ধসত্তাস্বরূপিণী মা
৮৯। অবাঙ্‌মনো গোচরা মা
৯০। মধুময়ী মা প্রেমময়ী মা
৯১। অজ্ঞান-বন্ধন হারিণী মা
৯২। মধুময়ী মা প্রেমময়ী মা
৯৩। রুদ্রগ্রন্থি-ভেদিনী মা
৯৪। সর্ব্বসংশয়চ্ছেদিনী মা
৯৫। সর্ব্ব-কর্ম্ম ক্ষয়করী মা
৯৬। মধুময়ী মা প্রেমময়ী মা
৯৭। জন্মমৃত্যু-নাশিনী মা
৯৮। মধুময়ী মাঽমৃতময়ী মা
৯৯। কেবলানন্দরূপিণী মা
১০০। মধুময়ী মাঽমৃতময়ী মা
১০১। অন্তর্ব্বাহ্যপূরিতা মা
১০২। নান্তর্ব্বাহ্য-পূরিতা মা
১০৩। মধুময়ী মাঽমৃতময়ী মা
১০৪। মোক্ষদায়িনী আদরিণী মা
১০৫। পুনরাবৃত্তিঃনাশিনী মা
১০৬। মধুময়ী মা প্রেমময়ী মা
১০৭। জয় মা জয় মা জয় মা জয় মা
১০৮। জয় মা জয় মা জয় মা জয় মা
জয় মা জয় মা জয় মা জয় মা
জয় মা জয় মা জয় মা জয় মা
জয় গুরু জয় মা জয় গুরু জয় মা
জয় গুরু জয় মা জয় গুরু জয় মা
মা মা মা মা মা মা মা মা
মা মা মা মা মা মা মা মা

নারায়ণী-স্তুতিঃ

দেবি ! প্রপন্নার্ত্তিহরে ! প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি ! পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি ! চরাচরস্য ॥ ১ ॥

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাঽসি ।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-
দাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে ॥ ২ ॥

১। হে দেবি ! হে শরণাগত-জন-দুঃখহারিণি ! তুমি প্রসন্ন হও। হে অখিল জগতের জননি ; তুমি প্রসন্ন হও। হে বিশ্বেশ্বরী ! তুমি প্রসন্ন হও। হে দেবি। তুমি এই বিশ্বকে রক্ষা কর। তুমিই যে চরাচরের (একমাত্র) অধিশ্বরী। (বিশেষ ব্যাখ্যা সাধন সমর নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)।

২। তুমিই জগতের একমাত্র আধার-স্বরূপা ; যেহেতু মহীস্বরূপে অবস্থান করিতেছ। আবার জলরূপে অবস্থান করিয়া সমগ্র বিশ্বকে আপ্যায়িত করিতেছ। মা তোমার বীর্য্য অলঙ্ঘনীয়।

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি! সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥ ৩ ॥
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি! ভেদাঃ,
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাঽপরোক্তিঃ ॥ ৪ ॥
সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ॥৫॥

৩। তুমি বৈষ্ণবীশক্তি, তুমি অনন্তবীর্য্যা, তুমি বিশ্বের বীজ, তুমি পরমা মায়া। হে দেবি! তুমি এই সমস্ত জীবজগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছ; আবার তুমি প্রসন্না হইলেই এ জগতের (জীবের) মুক্তি-হেতু-স্বরূপা হও।

৪। হে দেবি! এ জগতে সমস্তই বিদ্যা; এ সকল তোমারই ভেদ, অর্থাৎ বিভিন্ন মূর্ত্তি; এ জগতে সকলই স্ত্রী, (শক্তিস্বরূপ) সকলেই তোমার অংশরূপে বিদ্যমান। একমাত্র তুমিই মাতৃস্বরূপে এ সমস্ত বিশ্বকে পরিপূর্ণ করিয়াছ। অতএব তোমার আর স্তুতি কি? তুমি স্তব্যের পরে এবং উক্তির অর্থাৎ বাক্যেরও পরে অবস্থিতা (অথবা স্তব্য-বিষয়ক পরাপর বাক্যরূপা যে স্তুতি তাহা তোমার সম্বন্ধে একান্ত অসম্ভব)।

৫। মা! তুমি যখন সর্ব্বস্বরূপা দ্যোতনশীলা স্বর্গমুক্তি-প্রদায়িনী,

সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি-সংস্থিতে।
স্বর্গাঽপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ৬ ॥
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়নি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ৭ ॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে !
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৮॥
সৃষ্টি-স্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি !
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি-নমোঽস্তু তে ॥ ৯ ॥

তখন তোমার এমন কি স্তব সম্ভব হইতে পারে, যাহাতে সেই স্তুতি পরমোক্তি অর্থাৎ যথার্থ বাক্যযুক্ত হইবে ?

৬। হে দেবি নারায়ণি ! তুমি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থান করিতেছ। তুমি স্বর্গ এবং মোক্ষদায়িনী, তোমাকে প্রণাম।

৭। তুমি কলা কাষ্ঠাদিরূপে (কাল পরিচ্ছেদরূপে) জগতের পরিণাম সাধন করিয়া থাক। তুমিই এই বিশ্বের সংহারকারিণী শক্তি, তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

৮। তুমি সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গলকারিণী, তুমি শিবা (মঙ্গলময়ী) তুমি সর্ব্বাভিষ্টসাধিকা। তুমি শরণ্যা (আশ্রয়নীয়া) তুমি ত্রিনয়না, তুমি গৌরি, তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

৯। মা ! তুমি সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের শক্তি-স্বরূপা, তুমি ত্রিগুণের আশ্রয়স্বরূপা হইয়াও স্বয়ং গুণময়ী। তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ পরায়ণে !
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১০ ॥
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতে ।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥১১॥

১০। তুমি শরণাগত, দীন এবং আর্ত্তজনের পরিত্রাণ-পরায়ণা। তুমি সকলের আর্ত্তিহরণকারিণী দেবী, তুমি নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

১১। হে দেবি! তুমি সর্ব্বস্বরূপা, সর্ব্বেশ্বরী এবং সর্ব্বশক্তি সমন্বিতা। তুমি আমাদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ কর। হে দুর্গে দেবি তোমাকে প্রণাম।

কৈবল্যোপনিষৎ

অধীহি ভগবন্ ব্রহ্মবিদ্যাং বরিষ্ঠাং
সদা সদ্ভিঃ সেব্যমানাং নিগূঢ়াম্।
যয়া চিরাৎ সর্ব্বপাপং ব্যাপোহ্য
পরাৎপরং পুরুষং যাতি বিদ্বান্ ॥১॥
তস্মৈ স হোবাচ পিতামহশ্চ
শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবৈহি।
ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন
ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ ॥২॥

১। (আশ্বলায়ন নামক ঋষি—পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার নিকট ব্রহ্মবিদ্যার্থী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন)– হে ভগবন! আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করুন। যে নিগূঢ় বিদ্যা সর্ব্বদা সাধুজন কর্ত্তৃক পরিসেবিত, যে বিদ্যা প্রভাবে জ্ঞানিগণ অচিরে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর পুরুষকে প্রাপ্ত হন। (তাহার উপদেশ করুন)।

২। পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন (হে বৎস!) শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধ্যান এবং যোগের সাহায্যে তাঁহাকে জানিবে; কর্ম্মের দ্বারা পুত্রের দ্বারা কিংবা বিত্তের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। একমাত্র (অহংকার) ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ হইয়া থাকে।

পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং
বিভ্রাজতে যদ্ যতয়ো বিশন্তি।
বেদান্ত-বিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাস-যোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ॥ ৩॥
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাৎ পরিমুঞ্চতি সর্ব্বে।
বিবিক্তদেশে চ সুখাসনস্থঃ
শুচিঃ সমগ্রীবশিরঃশরীরঃ॥ ৪॥
অত্যাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি
নিরুধ্য ভক্ত্যা স্বগুরুং প্রণম্য।
হৃৎপুণ্ডরীকে বিরজং বিশুদ্ধং
বিচিন্ত্য মধ্যে বিষদং বিশোকম্॥ ৫॥

৩। যে বস্তু স্বর্গের পরপারে অবস্থিত, যাহা বুদ্ধিরূপ গুহাতে নিহিত যাহা স্বপ্রকাশ, যে সকল সন্ন্যাসী বেদান্ত-জ্ঞানদ্বারা সুনিশ্চিতার্থ হইয়াছেন, অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যের অর্থ নিশ্চয়রূপে অবধারণ করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা সন্ন্যাস এবং যোগের সাহায্যে শুদ্ধ সত্ত্ব হইয়াছেন, সেই সকল যতি যাঁহাতে প্রবেশ করেন (তাহাই ব্রহ্ম)।

৪। তাঁহারা (সেই শুদ্ধ-সত্ত্ব-যতিগণ) ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া প্রলয় কালে পরামৃতস্বরূপ পরমাত্ম স্বরূপে উপনীত হইয়া (এই সংসার হইতে) মুক্তি লাভ করেন। নির্জ্জন ও পবিত্র স্থানে শুদ্ধচিত্তে, গ্রীবা, শির এবং শরীর সমভাবাপন্ন করিয়া সুখাসনে উপবিষ্ট হইবে।

৫। তৎপর আশ্রমোচিত যাবতীয় কর্ম্ম-বিষয়ক চিন্তা হইতে কিছু

অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং
শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্।
তথাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং
বিভুং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্ ॥ ৬ ॥
উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং
ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্।
ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং
সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৭ ॥

সময়ের জন্য চিত্তকে এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে নিরুদ্ধ করিয়া, ভক্তির সহিত স্বকীয় গুরুকে প্রণাম করিবে। গুরু হৃদয়কমলে অবস্থান করিতেছেন। তিনি শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ, শুভ্র, নির্ম্মল, শোক দুঃখের অতীত. এইরূপ চিন্তা করিবে।

৬। ক্রমে ব্রহ্মস্বরূপে উপনীত হইতে চেষ্টা করিবে। এক্ষণে গুরুর ব্রহ্মস্বরূপটি কথিত হইতেছে, যথা—তিনি অচিন্তনীয়—মনের অগোচর তিনি অব্যক্ত—বাক্যের অগোচর, এমন কোন রূপ নাই যেখানে তিনি নাই ; সেইজন্য তিনি অনন্তরূপ ; তিনি মঙ্গলময়, তিনি প্রশান্ত—বিক্ষেপরহিত, তিনি অমৃত—মুক্তিস্বরূপ। ব্রহ্মাদি দেবতাবর্গ তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন ; তাঁহার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই। তিনি এক—অদ্বিতীয়, বিভু—সর্ব্বব্যাপক, চিদানন্দই তাঁহার স্বরূপ, তিনি অদ্ভুত (স্বপ্রকাশ অথচ অপ্রকাশিত)।

৭। উমা তাঁহার সহায়, অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-শক্তিসম্পন্ন তিনি, তিনি পরমেশ্বর, তিনি প্রভু—নিগ্রহানুগ্রহ সমর্থ, তাঁহার নয়নত্রয় ত্রিকাল-দর্শী তিনি নীলকণ্ঠ (দ্বৈতবোধরূপ বিষপান করিয়াছেন), তিনি প্রশান্ত।

স ব্রহ্মা স শিবঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্।
স এব বিষ্ণু স প্রাণঃ স কালোঽগ্নি স চন্দ্রমাঃ ॥৮॥
স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং সনাতনম্।
জ্ঞাত্বা ত্বং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ॥৯॥
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সম্পশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা ॥১০॥
আত্মানমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
জ্ঞাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ পাশং দহতি পণ্ডিতঃ ॥১১॥

এইরূপে গুরুর ধ্যান করিয়া মুনিগণ অজ্ঞানের পরপারে অবস্থিত সর্ব্ব সাক্ষী সর্ব্বভূতের কারণস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন।

৮। তিনি ব্রহ্মা, তিনি শিব, তিনি ইন্দ্র, তিনি অক্ষর পুরুষ, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনি স্বপ্রকাশ, তিনি বিষ্ণু, তিনি প্রাণ, তিনিই কাল, তিনিই অগ্নি এবং তিনিই চন্দ্রমা।

৯। যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা কিছু হইবে এবং যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, সেই সকলই তিনি, তিনিই সনাতন পুরুষ। জীব তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। এই সংসার হইতে মুক্তি লাভের জন্য তাঁহাকে জানা ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ই নাই।

১০। যে আত্মা সর্ব্বভূতে অবস্থিত এবং যে আত্মায় সর্ব্বভূত অবস্থিত, তাঁহাকে সম্যক্ প্রকারে সাক্ষাৎকার করিয়াই জীব পরম ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারে। ইহা ব্যতীত অপর কোন উপায় নাই।

১১। বুদ্ধিকে অরণি (১) এবং প্রণবকে উত্তরারণিরূপ কল্পিত

---

(১) পূর্ব্বকালে কাষ্ঠখণ্ডদ্বয় ঘর্ষণ করিয়া যজ্ঞীয় অগ্নি উৎপাদন করা

স এব মায়া-পরিমোহিতাত্মা
শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্।
স্ত্রিয়ন্নপানাদি বিচিত্রভোগৈঃ
স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি ॥ ১২ ॥

স্বপ্নে স জীবঃ সুখদুঃখভোক্তা
স্বমায়য়া কল্পিতজীবলোকে।
সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে
তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি ॥ ১৩ ॥

করিয়া সাধনারূপ মন্থনের অভ্যাস করিতে করিতে যে জ্ঞানরূপ অগ্নির উদ্ভব হয়, পণ্ডিতগণ তাহা দ্বারাই সমস্ত সংসার-পাশ ভস্ম করিয়া থাকেন।

১২। সেই আত্মাই মায়া দ্বারা যেন বিমূঢ় হইয়া শরীরকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং স্ত্রী অন্ন পানাদি বিচিত্র ভোগের দ্বারা তৃপ্তি লাভ করেন। এই অবস্থায়ই আত্মা জাগ্রত উপাধি-বিশিষ্ট হন।

১৩। স্বপ্নাবস্থায় সেই আত্মাই জীবলোক কল্পিত করিয়া সুখ দুঃখের ভোক্তা সাজেন, আবার সুষুপ্তিকালে সর্ব্বভাব বিলীন হইলে অজ্ঞানাভিভূত হইয়া স্বকীয় সুখ স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

হইত। উক্ত কাষ্ঠখণ্ডদ্বয়ের উপরের খানার নাম অরণি এবং নীচের খানার নাম উত্তরারণ।

পুনশ্চ জন্মান্তরকর্ম্মযোগাৎ
স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ।
পুরত্রয়ে ক্রীড়তি যশ্চ জীব-
স্ততঃ সুজাতং সকলং বিচিত্রম্।
আধারমানন্দমখণ্ডবোধং
যস্মিন্ লয়ং যাতি পুরত্রয়ঞ্চ ॥ ১৪ ॥

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো-মনঃসর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথ্বী বিশ্বস্য ধারিণী ॥১৫॥
যৎ পরং ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা বিশ্বস্যায়তনং মহৎ।
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং তত্ত্বমেব ত্বমেব তৎ ॥১৬॥

১৪-১৫। পুনরায় জন্মান্তরীয় কর্ম্ম-প্রভাবে সেই আত্মাই স্বপ্ন, জাগরণ ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা ভোগ করেন, এইরূপ যে আত্মা তিন পুরে ক্রীড়া করেন, সেই আত্মা হইতেই এই বিচিত্র বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হয়। তিনি এই বিশ্বের আধার, তিনি স্বয়ং আনন্দস্বরূপ, তিনি অখণ্ড-বোধ-স্বরূপ। এই পূর্ব্বোক্ত পুরত্রয় তাঁহাতেই বিলয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। আবার তাঁহা হইতেই প্রাণ, মন, সর্ব্ব ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং বিশ্বধারিণী পৃথিবী সৃষ্ট হয়।

১৬। যিনি পরমব্রহ্ম, যিনি সকলের আত্মারূপে বিরাজিত, যিনি এই বিশ্বের একমাত্র আয়তন—আধার, যিনি মহৎ, যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, যিনি নিত্য; তিনি আর কেহ নয়, তুমিই। তুমিই তিনি (তুমি জীব নহ)।

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চ যৎ প্রকাশতে।
তদ্‌ব্রহ্মাঽহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৭॥
ত্রিষু ধামসু যদ্ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ভবেৎ।
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ ॥১৮॥
ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্‌ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্ ॥১৯॥

অণোরণীয়ানহমেব তদ্ব-
ন্মহানহং বিশ্বমহং বিচিত্রম্।
পুরাতনোঽহং পুরুষোঽহমীশো
হিরণ্ময়োঽহং শিবরূপমস্মি ॥২০॥

১৭। জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থায় যাহা প্রপঞ্চরূপে জগৎরূপে প্রকাশিত হয়, তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই আমি, এইরূপ জ্ঞানলাভ হইলেই জীব সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে।

১৮। পূর্ব্বোক্ত তিন ধামে (জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তিতে) ভোগ্য ভোক্তা ভোগরূপে যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সাক্ষিস্বরূপমাত্র চৈতন্যই আমি; আমি সর্ব্বদাই মঙ্গলময় অর্থাৎ যতক্ষণ আমি ততক্ষণ অমঙ্গল বলিয়া কিছুই নাই।

১৯।২০। আমা হইতেই সকল উৎপন্ন, সকল আমাতেই প্রতিষ্ঠিত এবং আমাতেই সকল লয় প্রাপ্ত হয়, সেই অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপই আমি, আমি অণূ হইতেও অণুতর অর্থাৎ অতিশয় সূক্ষ্ম। আবার আমি মহৎ হইতেও মহত্তর, এই বিচিত্র বিশ্বরূপে আমিই বিরাজিত, আমি পুরাণ

অপাণিপাদোঽহমচিন্ত্যশক্তিঃ
পশ্যাম্যচক্ষুঃ স শৃণোম্যকর্ণঃ।
অহং বিজানামি বিবিক্তরূপো
ন চাস্তি বেত্তা মম চিৎ সদাঽহম্ ॥২১॥
বেদৈরনেকৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্।
ন পুণ্যপাপে মম নাস্তি নাশো
ন জন্মদেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিরস্তি ॥২২॥

পুরুষ, আমি ঈশ্বর, আমি হিরণ্ময় পুরুষ (হিরণ্যগর্ভ), আমি বিশ্বরূপ (মঙ্গলময়)।

২১। আমার হস্তপদ নাই, অথচ আমি অচিন্তনীয়-শক্তিসম্পন্ন, চক্ষু না থাকিলেও আমি দেখিতে পাই, কর্ণ না থাকিলেও আমি শুনিতে পাই, আমিই আমার বিবিক্তরূপ (অর্থাৎ বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রূপকে) জানি। আমার বেত্তা (জ্ঞাতা) কেহ নাই, যেহেতু আমি সর্ব্বদাই চিৎস্বরূপে অবস্থিত।

২২। সমস্ত বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য আমিই, আমি বেদান্তকৃৎ —(বেদান্তশাস্ত্র-প্রণয়নকারী) এবং আমিই বেদবিৎ। আমাতে পাপ পুণ্য কিছুই নাই, আমার বিনাশ নাই, জন্ম নাই, দেহ নাই, ইন্দ্রিয় নাই, বুদ্ধি নাই।

ন ভূমিরাপো ন চ বহ্নিরস্তি
ন চানিলো মেঽস্তি ন চাম্বরঞ্চ।
এবং বিদিত্বা পরমাত্মরূপং
গুহাশয়ং নিস্কলমদ্বিতীয়ম্ ॥
সমস্তসাক্ষিং সদসদ্বিহীনং
প্রযাতি শুদ্ধং পরমাত্মরূপম্ ॥ ২৩ ॥

২৩। ভূমি জল অগ্নি বায়ু আকাশ এই সকল আমার কিছুই নাই। এইরূপ গুহাশায়ী (বুদ্ধি গুহাতে অবস্থিত) নিষ্কল (অংশরহিত) অদ্বিতীয়, সর্ব্বসাক্ষী, সৎ এবং অসৎ উভয়ের অতীত পরমাত্মস্বরূপকে জানিয়া জীব শুদ্ধ নির্ম্মল পরমাত্মস্বরূপকেই প্রাপ্ত হয়।

———

স্তুতিঃ

ত্বমেব প্রত্যক্ষং তত্ত্বমসি। ত্বমেব কেবলং কর্ত্তাসি।
ত্বমেব কেবলং ধর্ত্তাসি। ত্বমেব কেবলং হর্ত্তাসি।
ত্বমেব সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মাসি। ত্বং সাক্ষাদাত্মাসি নিত্যম্।
ঋতং বচ্মি, সত্যং বচ্মি।
অব ত্বং মাম্, অব বক্তারম্, অব শ্রোতারম্
অব দাতারম্, অব ধাতারম্, অবানুচানমবশিষ্যম্।
অব পুরস্তাৎ, অব পশ্চাত্তাৎ, অবোত্তরত্তাৎ,
অব দক্ষিণত্তাৎ, অব চোর্দ্ধত্তাৎ, অবাধরত্তাৎ
সর্ব্বেতো মাং পাহি, পাহি সমন্তাৎ। ত্বং বাঙ্ময়-

তুমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, তুমিই (এই জগতের) একমাত্র কর্ত্তা, তুমিই একমাত্র ধারণ ও পালনকর্ত্তা। তুমিই একমাত্র সংহারকারী। তুমিই ব্রহ্মস্বরূপে এই পরিদৃশ্যমান সর্ব্বরূপে প্রতিভাত হইতেছ। তুমিই নিত্য সাক্ষাৎ আত্মা। আমি কারণাত্মক সত্যকে স্মরণ করিয়া বলিতেছি, আমি কার্য্যাত্মক সত্যকে স্মরণ করিয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে রক্ষা কর, (যিনি আমার নিকট তোমার বিষয় ব্যাখ্যা করেন) সেই বক্তাকে রক্ষা কর; যিনি তোমার কথা শ্রবণ করেন, সেই শ্রোতাকে রক্ষা কর। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান-উপদেশ দান করেন, তাঁহাকে রক্ষা কর। যিনি সেই ব্রহ্মজ্ঞান ধারণ করেন তাঁহাকে রক্ষা কর। যিনি গুরুর উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বেদাদি মন্ত্র উচ্চারণ করেন, সেই অনুচানকে রক্ষা কর, শিষ্যকে রক্ষা কর।

ত্বং চিন্ময়ঃ, ত্বম্ আনন্দময়স্ত্বং ব্রহ্মময়ঃ
ত্বং সচ্চিদানন্দাদ্বিতীয়োঽসি। ত্বং প্রত্যক্ষ্যং ব্রহ্মাসি।
ত্বং জ্ঞানময়ো বিজ্ঞানময়োঽসি।
সর্ব্বং জগদিদং ত্বত্তো জায়তে সর্ব্বং জগদিদং
ত্বত্তস্তিষ্ঠতি, সর্ব্বং জগদিদং ত্বয়ি লয়মেষ্যতি
সর্ব্বং জগদিদং ত্বয়ি প্রত্যেতি।
ত্বং ভূমিরাপোঽনলোঽনিলো নভঃ।
ত্বং কালত্রয়াতীতঃ, ত্বং অবস্থাত্রয়াতীতঃ
ত্বং দেহত্রয়াতীতঃ, ত্বং গুণত্রয়াতীতঃ,
ত্বং মূলাধারস্থিতোঽসি নিত্যম্।

পূর্ব্ব দিকে তুমি আমায় রক্ষা কর, পশ্চিমদিকে রক্ষা কর। উত্তরদিকে রক্ষা কর। দক্ষিণদিকে রক্ষা কর। উর্দ্ধদিকে তুমি রক্ষা কর। অধোদিকে তুমি রক্ষা কর। সকলদিকে আমায় রক্ষা কর। চতুর্দ্দিকে আমায় রক্ষা কর। তুমি বাক্‌স্বরূপ। তুমি চিৎস্বরূপ। তুমি আনন্দস্বরূপ, তুমি ব্রহ্মস্বরূপ। তুমি সচ্চিদানন্দ, তুমি অদ্বিতীয়। তুমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। তুমি জ্ঞানস্বরূপ, তুমি বিজ্ঞানস্বরূপ। সমস্ত জগৎ তোমা হইতেই সৃষ্ট হয়। সমস্ত জগৎ তোমাতেই অবস্থান করে। সমস্ত জগৎ তোমাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। আবার সমস্ত জগৎ তোমাতেই ফিরিয়া আসে। তুমি ভূমি জল অগ্নি মরুৎ ও আকাশ। তুমিই ঋক্ প্রভৃতি চারিটি বেদ। তুমি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিনকালের অতীত। তুমিই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অতীত। তুমি স্থূল, সূক্ষ্ম, ও

ত্বং শক্তিত্রয়াত্মকঃ। ত্বাং যোগিনো ধ্যায়ন্তি নিত্যম্।
ত্বং ব্রহ্মা, ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং রুদ্র স্ত্বমিন্দ্র-
স্ত্বমগ্নি স্ত্বং বায়ু স্ত্বং সূর্য্য স্ত্বং চন্দ্রমাঃ।
ত্বং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্॥

কারণ, এই দেহত্রয়াতীত। তুমি সত্ব রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের অতীত। তুমি সাধকগণের মুলাধারে নিয়তঅবস্থিতরূপে অনুভূত হইয়া থাক। তুমিই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এই শক্তিত্রয়াত্মক। যোগিগণ তোমাকে নিত্য ধ্যান করিয়া থাকেন। তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি রুদ্র তুমি ইন্দ্র, তুমি বায়ু, তুমি সূর্য্য, তুমি চন্দ্র। তুমি ব্রহ্মা, তুমিই ভুঃ ভূবঃ ও স্বঃ এই ত্রিলোক অথবা সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

মন্ত্রাঃ

ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম ॥ ১ ॥

সত্যং পরং ধীমহি ॥ ২ ॥

প্রিয়ায় প্রিয়তমায় প্রাণায় পরমাত্মনে ॥ ৩ ॥

নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে ॥ ৪ ॥

আচমন—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব
চক্ষুরাততম্ ॥

ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা ॥

স্বস্তিবাচন—ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে।
আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্ ॥
ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃক্ষপা
পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্ম্যং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্ ॥

সঙ্কল্পসূক্ত—ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্যাসিচম্।
উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে ॥
ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি
দূরঙ্গমং। জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু ॥

আসনশুদ্ধি—আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ
কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।
ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্ ॥

সূর্য্যার্ঘ্য—ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ॥
ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পায় মাং ভক্তঃ গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকরম্ ॥

সূর্য্যের প্রণাম—ওঁ জবাকুসুমসংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥

জলশুদ্ধি—ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥

প্রণাম—ওঁ সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা, গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥

দেবীসূক্ত—উভে যদিন্দ্র রোদসী আপপ্রাথোষা ইব। মহান্তং ত্বা মহীনাং সম্রাজং চর্ষণীনাং দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং
হৌং হং সঃ—দেবতায়াঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ।
জীব ইহ স্থিতঃ। সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। বাঙ্মনশ্চক্ষুস্ত্বক্শ্রোত্র-ঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা ॥

অস্মৈ (অস্মৈ) প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু, অস্মৈ (অস্মৈ) প্রাণাঃ ক্ষরন্তুচ, অস্মৈ (অস্মৈ) দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা।

বিষ্ণুর্যোনিং পরিকল্পয়তু ত্বষ্টা রূপানি পিংশতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে॥

ব্রহ্ম ধ্যান—হৃদয়-কমলমধ্যে নির্ব্বিশেষং নিরীহং
হরিহরবিধিবেদঃ যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।
জনন-মরণ-ভ্রংশি সচ্চিদানন্দরূপং (১)
সকল-ভূবন-বীজং ব্রহ্মচৈতন্যমীড়ে॥

সৎ স্বরূপায় বিদ্মহে চিৎস্বরূপায় ধীমহি তন্ন আনন্দং প্রচোদয়াৎ

নারায়ণ ধ্যান—ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তি
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী-
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥

প্রণাম—নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥*

---

(১) প্রচলিত পাঠ - জনন-মরণ-ভীতি-ভ্রংশি সচ্চিৎ-স্বরূপম্।

*ব্রহ্মণ্য দেবকে—আমার প্রিয়তম পরমাত্মাকে আমি প্রণাম করি। ব্রহ্মণ্যদেব পরমাত্মারই একটি নাম। ব্রহ্মম্ শব্দের অর্থ বেদ। সাধু অর্থে য প্রত্যয় করিয়া ব্রহ্মণ্য পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে; যে দেবতা বেদের প্রকাশক, তিনিই ব্রহ্মণ্যদেব। বেদশব্দে শাস্ত্র মাত্র না বুঝিয়া বেদন অর্থাৎ অনুভূতি পর্যন্ত বুঝিতে হইবে। প্রতিনিয়ত আমাদের

গণেশ ধ্যান—ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং
প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুরশোভাকরং
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু॥

প্রণাম—দেবেন্দ্র-মৌলিমন্দার-মকরন্দ-কণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব-চরণাম্বুজ-রেণবঃ।

অন্তরে সৎ অসৎ সুখ দুঃখ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের যে বেদনা বা অনুভূতিসমূহ ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহাই আমাদের প্রত্যক্ষ বেদ। এই বেদের যিনি প্রকাশক, তিনি ব্রহ্মণ্যদেব। যাঁহার কৃপায় আমরা সৎ অসৎ সুখ দুঃখ প্রভৃতি অনুভব করিতে পারি, তিনি ব্রহ্মণ্যদেব, তিনিই আমার ইষ্টদেব, তিনিই আমার পরম প্রেমাস্পদ পরমাত্মা তাঁহাকে আমি প্রণাম করি।

তিনি গো এবং ব্রাহ্মণের হিতকারী। গো শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়, ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ ধী বা বুদ্ধিতত্ত্ব। যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রাহ্মণ। একমাত্র নির্ম্মল বুদ্ধিই ব্রহ্মসত্তা অনুভব করিতে সমর্থ; তাই বুদ্ধিতত্ত্বের একটি নাম ব্রাহ্মণ। যাঁহার সত্তায় এবং প্রকাশে আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-বর্গের ও বুদ্ধির সত্তা এবং প্রকাশ, তিনি ব্রহ্মণ্য দেব। আমার সকল বেদনের প্রকাশক বলিয়াই বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সত্তাদায়ক এবং প্রকাশরূপে তিনি আমার পরম হিতকারী সুহৃৎ। যে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় লইয়া আমার আমিত্ব তিনি তাহার প্রকাশক ও সত্তাদায়ক। সেই আমার সুহৃদ্ ব্রহ্মণ্যদেবকে আমি প্রণাম করি।

কেবল তাহাই নহে—"জগদ্ধিতায়," তিনি জগতেরও মঙ্গলকারক। জগৎরূপে ভোগ্যরূপে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-বিষয়রূপে যাহা প্রতিনিয়ত

শিব ধ্যান—

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥

প্রণাম—নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ॥

সূর্য্য বন্দনা—

নমো জগৎসবিত্রে জগদেক চক্ষুষে ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে।
জগৎ-প্রসূতি-স্থিতিনাশ-হেতবে, বিরিঞ্চি নারায়ণ শঙ্করাত্মনে॥

আমার নিকট প্রকাশ পাইতেছে, তাহারও তিনি সত্তাদায়ক এবং প্রকাশকরূপে পরম হিতকারী। এক কথায় বলিতে হয় একদিকে যিনি বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সাজিয়া অর্থাৎ আমার আমি সাজিয়া সুখ দুঃখাদির অনুভব করিতেছেন, এবং অন্যদিকে সেই ভোগ্য জগতের সাজ লইয়া আমার সেই অনুভব সমূহের হেতুস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই যে আমার ব্রহ্মণ্যদেব তাঁহাকে আমি প্রণাম করি।

তিনি যে কৃষ্ণ—আমার চিত্তক্ষেত্রকে কর্ষণ করিয়া নির্ম্মল করিয়া দিনের পর দিন তাঁহারই দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। যদিও তিনি বাক্য মনের অতীত তথাপি আমার নিকট তিনি গোবিন্দরূপে—ইন্দ্রিয় লভ্য স্বরূপে প্রতিনিয়তই প্রকাশ পাইতেছেন। আমি প্রতিক্ষণে প্রত্যেক বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে তাঁহাকেই লাভ করিতেছি। তিনি আমার একান্ত সন্নিহিত। আমি তাঁহাকে প্রণাম করি।

কৃষ্ণ ধ্যান—ওঁ ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসংঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডম্
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিত সুভগমুখং স্বাধরে ন্যস্ত বেণুম্ ॥

শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষণং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতিশতবৃতং ব্রহ্ম গোপাল বেশম্ ॥

অগ্নি বন্দনা—অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনঃ।
সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্ ॥

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং হোতারং রত্নধাতবম্
ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্য দাতয়ে নিহোতা
সৎসি বর্হিষি ॥

অয়মগ্নিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু। অস্য অগ্নেঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু। যশ্চায়মস্মিন্নগ্নৌ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ। যশ্চায়মধ্যাত্মম্ বাঙ্ময়ঃ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ। অয়মেব সঃ যোঽয়মাত্মা ইদং ব্রহ্ম ইদম্ অমৃতম্ ইদং সর্ব্বম্ স্বাহা।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥

ওঁ ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্ন-

সুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎকৃতং তৎসর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু। মাং মদীয়ং চ সকলং সম্যক্ শ্রীমদিষ্টদেবতায়ৈ সমর্পয়ামি।

সরস্বতী ধ্যান—ওঁ তরুণ শকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ॥

প্রণাম—সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে॥

লক্ষ্মী ধ্যান—ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজশৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ।
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্॥
গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্।
রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥

প্রণাম—বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥

অন্নপূর্ণা ধ্যান—ওঁ রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়াম্।
অন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাম্।
নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্॥

প্রণাম—অন্নপূর্ণে নমস্তুভ্যং নমস্তে জগদম্বিকে।
তচ্চারুচরণে ভক্তিং দেহি দীনদয়াময়ি॥

জগদ্ধাত্রী—ওঁ সিংহস্কন্ধসমারূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাং।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম॥
শঙ্খশার্ঙ্গ সমাযুক্তবামপাণিদ্বয়ান্বিতাম্।
চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ দধতীং দক্ষিণে করে॥
রক্তবস্ত্রপরিধানাং বালার্কসদৃশীং তনুম্।
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্॥
ত্রিবলী বলয়োপেত-নাভিনাল মৃণালিনীম্।
রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে।
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাঃ ভবগেহিনীম্॥

দুর্গা ধ্যান--ওঁ জটাজূটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্॥
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্॥
সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাম্।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্॥
ত্রিশূলং দক্ষিণে পাণৌ খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ।
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ॥
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ।
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ॥
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ।
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনম্॥

হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্য্যদন্ত্রবিভূষিতম্।
রক্তরক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্ ॥
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটীভীষণাননম্।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরি স্থিতম্!
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি ॥
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাম্ ॥
এবং সঞ্চিন্তয়েদ্দুর্গাং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাং ॥

চামুণ্ডাধ্যান—কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।
বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা
দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা ॥

কালীধ্যান—করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্ ॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ—খড়গ বামাধোর্দ্ধ-করাম্বুজাং
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধঃ পাণিকাম্ ॥
মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী-গলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্ ॥
কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্ম-ভয়ানকাং।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাং ॥

শবানাং কর-সংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং।
সৃক্কদ্বয়-গলদ্‌রক্ত-ধারা-বিস্ফুরিতাননাম্‌॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং।
বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাম্‌॥
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপিলম্বমানকচোচ্চয়াং।
শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাম্‌॥
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাং।
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্‌।
সুখ প্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাং।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং ধর্ম্মকামার্থ মোক্ষদাম্‌॥

———

অভিষেক-মন্ত্রাঃ

ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
ব্যোমগঙ্গাম্বুপূর্ণেন আদ্যেন কলসেন তু॥ ১॥
ওঁ মরুতশ্চাভিষিঞ্চন্তু ভক্তিমন্তঃ সুরেশ্বরীম্।
মেঘাম্বুপরিপূর্ণেন দ্বিতীয়কলসেন তু॥ ২॥
ওঁ সারস্বতেন তোয়েন সম্পূর্ণেন সুরোত্তমাং।
বিদ্যাধরাভিষিঞ্চন্তু তৃতীয়কলসেন তু॥ ৩॥
ওঁ শক্রাদ্যাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু লোকপালাঃ সমাগতাঃ।
সাগরোদকপূর্ণেন চতুর্থকলসেন তু॥ ৪॥
ওঁ বারিণা পরিপূর্ণেন পদ্মরেণুসুগন্ধিনা।
পঞ্চমেনাভিষিঞ্চন্তু নাগাশ্চ কলসেন তু॥ ৫॥
ওঁ হিমবদ্ধেমকূটাদ্যাস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু পর্ব্বতাঃ।
নির্ঝরোদকপূর্ণেন ষষ্ঠেন কলসেন তু॥ ৬॥
ওঁ সর্ব্বতীর্থাম্বুপূর্ণেন কলসেন সুরেশ্বরীম্।
সপ্তমেনাভিষিঞ্চন্তু ঋষয়ঃ সপ্তখেচরাঃ॥ ৭॥
ওঁ বসবস্ত্বাভিষিঞ্চন্তু কলসেনাষ্টমেন তু।
অষ্টমঙ্গলসংযুক্তে দুর্গে দেবী নমোঽস্তুতে॥ ৮॥

———

উপচার-মন্ত্রাঃ

আসন—ওঁ আসনং গৃহ্ণ চার্ব্বঙ্গি চণ্ডিকে সর্ব্বমঙ্গলে।
আসনং সর্ব্বকার্য্যেষু প্রশস্তং ব্রহ্মনির্ম্মিতম্॥
ওঁ চরাচরমিদং সর্ব্বং যত্র পূর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং॥
তদন্তস্থস্তমেবেশ আসনং কল্পয়ামি তে॥

স্বাগত—ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
তস্মৈ তে পরমেশায় স্বাগতঃ স্বাগতঞ্চ মে॥
ওঁ কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং মম।
আগতো দেবদেবেশ সুস্বাগতমিদং বপুঃ॥

পাদ্যং—ওঁ পাদ্যং গৃহ্ণ মহাদেবি সর্ব্বদুঃখাপহারিণি।
ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে॥
ওঁ যস্য পাদাম্বুজে দিব্যে নির্ম্মলে ব্রহ্মরূপিণী।
পুনাতি তদ্ভবা গঙ্গা জগৎপাদ্যং দদাম্যহম্॥

অর্ঘ— ওঁ দুর্ব্বাক্ষত সমাযুক্তং বিল্বপত্রং তথা পরং।
শোভনং শঙ্খপাত্রস্থং গৃহাণার্ঘ্যং হরপ্রিয়ে॥
ওঁ ব্রহ্মাদয়ঃ পাদপদ্মং চিন্তয়ন্তি দিনে দিনে।
অনর্ঘ্যায় জগদ্ধাত্রে অর্ঘ্যমেতৎ দদাম্যহম্॥

আচমনীয়—ওঁ মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্ব্বপাপহরং শুভং
গৃহানাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্॥
ওঁ আচান্তস্তীর্থরাজো বৈ যেনাগস্ত্যস্বরূপিণা।
দেবায়াসুর-নাশায় দদে আচমনীয়কম্॥

———

মধুপর্ক—ওঁ মধোপর্কো মহাদেবি ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরিকল্পিতঃ।
মযা নিবেদিতো ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি॥
ওঁ সর্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণসুখাত্মনে।
মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে॥

আচমনীয়—ওঁ উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্॥

স্নানীয়—ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং নিত্যং শুদ্ধং মনোহরং।
স্নানার্থং তে ময়া ভক্ত্যা কল্পিতং প্রতিগৃহ্যতাম্॥
ওঁ যঃ কোলরূপমাস্থায় প্রলয়ার্ণব-বিপ্লুতাম্।
উজ্জহার ধরামেতং স্নাপয়ামি তমম্ভসা॥

বস্ত্র—ওঁ বহুতন্তুসমাযুক্তং পট্টসূত্রাদিনির্ম্মিতম।
বসনং দেবি সূক্ষ্মঞ্চ গৃহাণ বরবর্ণিনি॥
ওঁ ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো যস্য বিশ্বরূপস্য সংবৃতিঃ।
আচ্ছাদনায় সর্ব্বেষাং প্রদদে বাসসী শুভে॥

আভরণ--ওঁ দিব্যরত্নসমাযুক্তা বহ্নিভানুসমপ্রভাঃ।
গাত্রাণি শোভয়িষ্যন্তি অলঙ্কারাঃ সুরেশ্বরি॥
ওঁ স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে।
ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরার্চ্চিতে॥

গন্ধ— ওঁ শরীরং তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ।
ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাম্॥

ওঁ যদঙ্গস্পর্শমরুতঃ সঙ্গান্মলয়জদ্রুমাঃ।
সুগন্ধিরসসম্পন্নাস্তস্মৈ গন্ধানুলেপনম্॥

পুষ্প—ওঁ পুষ্পং মনোহরং দিব্যং সুগন্ধি দেবসেবিতং।
হৃদ্যমদ্ভুতমাঘ্রেয়ং দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাম্॥
ওঁ তুরীয়বনসম্ভূতং নানাগুণমনোহরম্।
আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্॥

ধূপ—ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধ্যাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

দীপ— ওঁ অগ্নির্জ্যোতীরবির্জ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতিস্তথৈব চ।
জ্যোতিষামুত্তমো দেবি দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥
ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপং সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম॥

নৈবেদ্য—আমান্নং ঘৃতসংযুক্তং ফল তাম্বুল শোভিতং।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

———

অন্নাভি মন্ত্রনম্—ওঁ তৎসৎ হরিরোমমৃতং সত্যং। ওঁ অমৃতং ওঁ অমৃতং ওঁ অমৃতং॥ ১॥ ওঁ তেজোঽসি সহোঽসি বলমসি ভ্রাজোঽসি দেবানাং ধাম নামাসি। বিশ্বমসি বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুরভিভূঃ॥ ২॥ ওঁ দ্যৌ স্ত্বা পরিদদাতু। ওঁ পৃথিবী ত্বা গৃহ্নাতু॥ ৩॥ ওঁ অন্নপতেঽন্নস্য নো ধেহনমীরস্যশুষ্মিণঃপ্রপদাতারং তারিষ উর্জ্জং নো ধেহি দ্বিপদেচতুষ্পদে॥ ৪॥ ওঁ ভূ পতয়ে নমঃ, ওঁ ভূবন পতয়ে নমঃ, ওঁ ভূতানাং পতয়ে নমঃ।

ওঁ অন্নায় নমঃ ওঁ পরমাত্মনে নমঃ। য আত্মসম্মিতমন্নমশ্নাতি তন্ন হিনস্তি॥ ৫॥ ওঁ অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি অন্নং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি তদ্ ব্রহ্ম॥ ৬॥ ওঁ অন্নং তদ্ বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে॥ ৭॥ বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং। ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ৮॥ ওঁ যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পনম্॥ ৯॥

ওঁ অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। প্রাণাপান সমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্॥ ওঁ অন্নং ব্রহ্ম রসো বিষ্ণুর্ভোক্তা (দেবো মহেশ্বরঃ) দেবো গুরুঃ স্বয়ং॥ ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা॥ ৪ বার॥ ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু॥ ৩ বার॥

ওঁ নাগায় নমঃ ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ ওঁ কৃকরায় নমঃ ওঁ দেবদত্তায় নমঃ ওঁ ধনঞ্জায় নমঃ॥ ওঁ অমৃতাপিস্তরণমসি স্বাহা। ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা॥ পঞ্চপ্রাণাহুতি॥ গণ্ডুষ—ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা।

———

শান্তি মন্ত্রাঃ

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং মাহ্হং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যান্ মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকণমস্ত্বনিরাকরণম্ মেহ্স্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ ॥

ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরাবীর্ম্ম এধি। দেবস্য ম আনীস্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীরনেনাধীতেনাহো

আমার অঙ্গ সকল আপ্যায়িত হউক! বাক্ প্রাণ চক্ষু কর্ণ বল ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় সকল আপ্যায়িত হউক! সমস্ত উপনিষৎ প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম আমার নিকট প্রতিভাত হউক! আমি যেন ব্রহ্মকে প্রত্যাখ্যান না করি! ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন, এইরূপ ব্রহ্মের নিকট আমার অপ্রত্যাখ্যান হউক এবং আমার নিকট ব্রহ্মের যেন প্রত্যাখ্যান না হয়। আত্মাতে নিরত হইলে যে উপনিষৎপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম প্রতিভাত হয়, তাহা আমাতে প্রতিভাত হউক, তাহা আমাতে প্রতিভাত হউক!

আমাদের ত্রিবিধ দুঃখের শান্তি হউক!

আমার বাক্য মনে প্রতিষ্ঠিত হউক এবং মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউক! হে আবিঃ—হে স্বপ্রকাশ! তুমি আমাতে আবির্ভূত হও! বেদ-প্রতিপাদ্য অর্থ যেন আমাকে কখনও পরিত্যাগ না করে! বেদ যেন আমাকে পরিত্যাগ না করে! এই অধ্যয়নের ফলে আমি যেন-অহোরাত্র

রাত্রান্ত্ সন্দধাম্যৃতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু তদ্বক্তারমবতু। অবতু মাম্ অবতু বক্তারম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

ইহাকে (বেদ-প্রতিপাদ্য অর্থকে) সম্যক্‌রূপে ধারণ করিয়া থাকিতে পারি! আমি যেন ঋত অর্থাৎ কারণ ব্রহ্মকে বলিতে পারি! আমি যেন সত্যকে অর্থাৎ কার্য্য-ব্রহ্মকে অথবা সত্য বাক্যকে সর্ব্বদা বলিতে পারি! সেই ঋত ও সত্য আমাকে রক্ষা করুন! তিনি বক্তাকে (আচার্য্যকে) রক্ষা করুন। আবার বলি— তিনি আমাকে রক্ষা করুন, তিনি আচার্যকে রক্ষা করুন।

আমাদের ত্রিবিধ দুঃখের শান্তি হউক!

হে পরমাত্মন! তুমি আমাদিগের উভয়কে (গুরু ও শিষ্যকে) এক সঙ্গে রক্ষা কর! আমাদের উভয়কে একসঙ্গে (ব্রহ্মানন্দ) ভোগ করাও! আমরা উভয় একসঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান অবধারণের সামর্থ্যলাভ করি! আমাদের অধ্যয়ন তেজস্বি অর্থাৎ ফলদায়ক হউক। আমরা যেন পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণ না করি।

আমাদের ত্রিবিধ দুঃখের শান্তি হউক!

ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত নির্গুন ব্রহ্ম পূর্ণ। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য এই মূর্ত্ত

ওঁ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্ব্যর্য্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।
নমো ব্রহ্মণে নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি।
ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি।
সত্যং বদিষ্যামি। তন্মাম্ অবতু। তদ্বক্তারম্ অবতু।
অবতু মাম্। অবতু বক্তারম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

জগৎও ব্রহ্মস্বরূপে পূর্ণই। পূর্ণ হইতেই পূর্ণের আবির্ভাব হয়। অমূর্ত্ত পূর্ণ ব্রহ্মই মূর্ত্ত জগৎরূপে প্রতিভাত হয়েন সুতরাং পূর্ণব্রহ্ম হইতেই প্রাদুর্ভূত এই মূর্ত্ত জগৎও পূর্ণ। পূর্ণ বস্তুর পূর্ণতাকে গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

আমাদের ত্রিবিধ দুঃখের শান্তি হউক!

মিত্র (সূর্য্য) দেব আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। বরুণ আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। অর্য্যমা আমাদের মঙ্গলদায়ক হউন! ইন্দ্র, বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন! সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু আমাদের কল্যাণদায়ক হউন। ব্রহ্মকে প্রণাম করি! হে বায়ো! তোমাকে প্রণাম করি! (হে বেদ!) তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম! তোমাকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব! আমি ঋতকে (কারণ-ব্রহ্ম অথবা মানসিক সত্যকে) বলিব! আমি সত্যকে (কার্য্য ব্রহ্ম অথবা বাচনিক সত্য) বলিব। সেই ঋত এবং সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন! তিনি বক্তাকে আচার্য্যকে রক্ষা করুন। আবার বলি—তিনি আমাকে রক্ষা করুন! তিনি আচার্য্যকে রক্ষা করুন।

আমাদের ত্রিবিধ দুঃখের শান্তি হউক!

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষিভির্যজত্রাঃ স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টু বাংসস্তনুভির্ব্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ। স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি ন স্তার্ক্ষ্যে অরিষ্টনেমি। স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ ॥

ওঁ পুনাতু নঃ পুষন্। পুনন্তু পিতরঃ। পুণ্যা নো ভবন্তু দেবাঃ। অগ্নে ন পুনাতু পুনাতু বায়ো। নমস্তস্মৈ পরমাত্মনে। নমস্তুভ্যং পুরুষায়। নমো মহ্যং যজমানমূর্ত্তয়ে। ত্বমেব

হে দেবগণ! আমরা যেন কর্ণের দ্বারা সতত মঙ্গলজনক শব্দ শ্রবণ করি! আমরা যেন উপাসনাকালে চক্ষুদ্বারা মঙ্গলজনক রূপই দর্শন করি! তোমাদের স্তব করিয়া আমরা সুস্থির অঙ্গে, নীরোগ শরীরে যেন দেবতাদিগের বাঞ্ছিত আয়ুলাভ করিতে পারি!

যিনি সতত ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করেন, সেই ইন্দ্র আমাদের মঙ্গলদায়ক হউন! যিনি বিশ্বের সকল জানেন, সেই পূষা (সূর্য্য) আমাদের মঙ্গল দান করুন। যাঁহার অস্ত্র কখনও প্রতিহত হয় না, সেই তার্ক্ষ্য (গরুড়) আমাদের মঙ্গলদায়ক হউক! বৃহস্পতি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন!

আমাদের ত্রিবিধ দুঃখের শান্তি হউক।

সূর্য্য আমাদিগকে পবিত্র করুন! পিতৃগণ আমাদিগকে পবিত্র করুন! দেবতাগণ আমাদের সম্বন্ধে পুণ্যময় হউন! হে অগ্নে! তুমি আমাদিগকে পবিত্র কর! হে বায়ো তুমি আমাদিগকে পবিত্র কর! বাক্যমনের অগোচরে পরমাত্মাকে প্রণাম। জগৎরূপে প্রতিভাত অক্ষর

প্রত্যক্ষং তত্ত্বমসি। ত্বমেব প্রত্যক্ষং প্রাণোঽসি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মাং পুণাতু। তদ্বক্তারং পুনাতু। পুনাতু মাম্। পুনাতু বক্তারম্।

ওঁ পুণ্যম্ ওঁ পুণ্যম্ ওঁ পুণ্যম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ ॥

পুরুষ। তোমাকে প্রণাম! যজমান-মূর্ত্তি (জীবস্বরূপ) আমাকে প্রণাম! তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম, তুমিই প্রত্যক্ষ প্রাণ! কারণাত্মক ব্রহ্মকে বলিব! কার্য্যাত্মক ব্রহ্মকে বলিব। সেই ঋত ও সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম আমাকে পবিত্র করুন! তিনি আচার্য্যকে পবিত্র করুন! আবার বলি—তিনি আমাকে পবিত্র করুন! আচার্য্যকে পবিত্র করুন!

আমাদের আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ পবিত্রতা লাভ হউক!

আমাদের ত্রিবিধ দুঃখের শান্তি হউক!

সম্পূর্ণ